পাক্ষিক

আহ্‌মদী

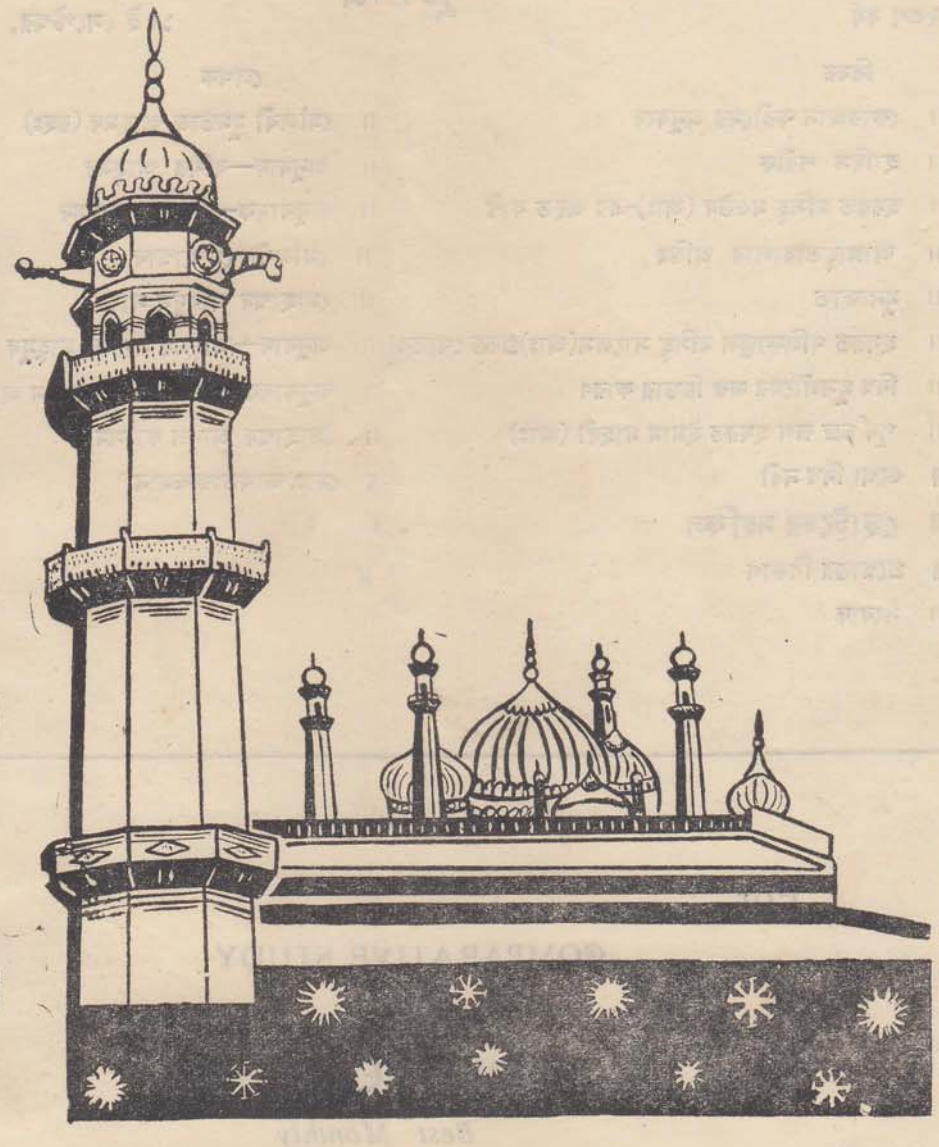

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা

৯ম সংখ্যা
১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬১ :

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২৩শ বর্ষ

সূচীপত্র

৯ম সংখ্যা
১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ ইং

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোরআন করীমের অনুবাদ	মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	২২৫
হাদিস শরীফ	অনুবাদ—বশির আহ্‌মদ	২২৭
হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর অমৃত বাণী	অনুবাদক—মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ	২২৮
আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব	মৌলবী মোহাম্মাদ	২২৯
মুনাজাত	মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার	২৪২
হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস(আঃ)প্রদত্ত খোতবা	অনুবাদ—আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	২৪৩
বিশ্ব মুসলীমের জন্য চিন্তার কারণ	অনুবাদক—চৌধুরী শাহাবুদ্দীন আহমদ	২৪৭
পূর্ণ চন্দ্র রূপ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)	মোহাম্মদ আবুল কাসেম	২৫১
ওগো বিশ্ব নবী	মোঃ আখতারুজ্জমান	২৫২
ছোটদের মহফিল		২৫৩
প্রশ্নোত্তর বিভাগ		২৫৫
সংবাদ		২৫৬

For

COMPARATIVE STUDY

Of

WORLD RELIGIONS

Best Monthly

THE REVIEW OF RELIGIONS

Published from

RABWAH (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم

و علی عبده المسیح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় ঃ ২৩শ বর্ষ ঃ ১৫ই সেপ্টেম্বর ঃ ১৯৬৯ সন ঃ ১৫ই তবুক ঃ ১৩৪৮ হিজরী শামসী ঃ ৯ম সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

সূরা রা'দ

৩য় রুকু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

২৭ ॥ এবং যাহারা (সমাগত নবীকে) অস্বীকার করিয়াছে তাহারা বলে, এই (নবীর) উপর তাহার প্রভুর নিকট হইতে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ করা হইল না কেন? তুমি বল, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ যাহাদিগকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন এবং যাহারা অবনমিত হয়, তাহাদিগকে নিজের দিকে পথ প্রদর্শন করেন;

২৮ ॥ যাহারা (সমাগত নবীর উপর) বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং আল্লাহ্‌তায়ালাকে স্মরণ করিয়া যাহাদের হৃদয় শান্তি লাভ করে। জানিয়া রাখ, আল্লাহ্‌র নাম স্মরণেই হৃদয় শান্তি লাভ করিয়া থাকে।

২৯ ॥ যাহারা (সমাগত নবীর উপর) বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং অবস্থা ও সময়োপযোগী সৎকর্ম সমূহ সম্পন্ন করিয়াছে, তাহাদের জন্য রহিয়াছে শুভ পরিণাম এবং উত্তম প্রত্যাবর্ত্তন স্থল।

৩০ ॥ অনুরূপ ভাবে আমরা তোমাকে এমন এক জাতির মধ্যে প্রেরণ করিয়াছি, যাহাদের পূর্বে বহু জাতি গত হইয়া গিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে যে, তুমি সেই বাণীগুলি তাহাদের নিকট পাঠ কর, যাহা আমরা তোমার নিকট ওহী (দ্বারা নাযিল) করিয়াছি, কিন্তু তাহারা অযাচিত করুণাকরের (দয়াকে) অস্বীকার করিতেছে। তুমি বল, তিনি আমার প্রভু। তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই। আমি তাঁহারই উপর নির্ভর করিয়াছি এবং তাঁহারই দিকে আমার প্রত্যাবর্ত্তন।

৩১ ॥ এবং যদি এমন কোন কুরআন, যাহা দ্বারা (নিদর্শন রূপে) পাহাড়গুলিকে (উহাদের স্থানচ্যুত করিয়া) চালিত করা হইয়া থাকে অথবা উহা দ্বারা পৃথিবীকে খণ্ড (বিখণ্ড) করা হইয়া থাকে অথবা উহাদ্বারা মৃতদের সহিত কথা বলা গিয়া থাকে তাহা হইলে কি ইহারা এই কুরআনের উপর ঈমান আনিবে? (কখনও নহে) বরং (ঈমান আনিবার) ব্যাপার সম্পূর্ণ ভাবে আল্লাহর আয়ত্তে। অতঃপর যাহারা (সমাগত নবীর উপর) বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহারা কি এখন পর্যন্ত অবগত হয় নাই যে, যদি আল্লাহ্‌তায়ালা ইচ্ছা করিতেন তবে সমস্ত মানুষকেই সুপথগামী করিয়া দিতেন এবং (হে নবী) যাহারা (তোমাকে) অস্বীকার করিয়াছে, তাহাদের (এই) কার্যের দরুণ সর্বদা কোন (না কোন) বিপদ তাহাদের উপর আসিতে অথবা তাহাদের ঘরের সন্নিকট অবতীর্ণ হইতে থাকিবে। এমন কি আল্লার (শেষ) ওয়াদা আসিয়া যাইবে। নিশ্চয় আল্লাহ কখনও ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।

(ক্রমশঃ)।

★

হাদিস শরীফ

নামায

ইহার শর্ত এবং ইহার আদব

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৫

হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুল করীম (সাঃ) যোহরের পূর্বে আমার ঘরে চার রাকা'ত নামায আদায় করিতেন। অতঃপর মসজিদে নামায পড়াইবার জন্য চলিয়া যাইতেন। অতঃপর ফিরিয়া আসিয়া দুই রাকা'ত নামায পড়িতেন। এইভাবে যখন তিনি মাগরীব এবং এশার নামায পড়াইয়া ঘরে ফিরিতেন, তখন তিনি দুই রাকা'ত নামায আদায় করিতেন। (মুসলিম)।

৬

হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুল করীম (সাঃ) যোহেরর নামাযের পূর্বে চার রাকা'ত এবং ফজরের নামাযের পূর্বে দুই রাকা'ত সুন্নাত কখনও ছাড়িতেন না। (বুখারী)।

৭

হযরত হাফ্‌সা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, যখন মোয়াজ্জিন প্রভাতে আযান দিতেন, তখন রসুল করীম (সাঃ) দুই রাকা'ত সুন্নাত পড়া শুরু করিয়া দিতেন এবং হালকা পড়িতেন (অর্থাৎ দীর্ঘ করিতেন না)। মুসলিম হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ভোরের আলো ফোটার পরে রসুল করীম (সাঃ) দুই রাকা'ত সুন্নাত ছাড়া অন্য কোন সুন্নাত এবং নফল নামায পড়িতেন না। (মুসলিম)।

৮

হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুল করীম (সাঃ) রজনীর শেষ ভাগে এগার রাকা'ত "তাহাজ্জুদ" পড়িতেন। যখন ভোরের আলো ফুটিত তখন তিনি দুই রাকা'ত হালকা নামায পড়িতেন। অতঃপর ডান পার্শ্বে শুইয়া যাইতেন। যখন মোয়াজ্জিন নামাযের জন্য সংবাদ দিতেন তখন, তিনি নামায পড়াইবার জন্য যাইতেন। (বুখারী)।

৯

হযরত ইব্‌নে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুল করীম (সাঃ) রাত্রিতে নফল নামায দুই রাকা'ত করিয়া পড়িতেন এবং শেষে এক রাকা'ত নামায পড়িয়া সেইগুলিকে "বেতের" নামাযে রূপান্তরিত করিয়া লইতেন। ফজরের নামাযের পূর্বে দুই রাকা'ত নামায পড়িতেন এবং এত হালকা পড়িতেন যেন (ফরয) নামাযের তকবীর শুরু হইয়া গিয়াছে।

(মুসলিম)।

অনুবাদ :—বশির আহ্‌মদ।

হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বানী

অনুবাদ—মাহমুদ আহ্মদ

আল্লাহ্তায়ালা বড় রহীম এবং করীম। তিনি সবদিক দিয়া মানুষের লালন পালন করেন এবং করুনা করিয়া থাকেন।

এই রহমের কারণে তিনি মামুর এবং মুরসেল প্রেরণ করেন। যাহাতে তিনি জগদ্বাসীকে পাপাসক্ত জীবন হইতে মুক্তি দিতে পারেন। অহংঙ্কার অতি ভয়ানক ব্যাধি, যাহার মধ্যে এই ব্যাধি সৃষ্টি হয়, তাহার আধ্যাত্মিক মৃত্যু ঘটে। আমি নিশ্চিত ভাবে অবগত আছি যে, এই রোগ হত্যা হইতেও অধিক ক্ষতিকর। অহঙ্কারী শয়তানের ভাই, কারণ অহঙ্কারই শয়তানকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিয়াছে।

সুতরাং মোমেন হওয়ার জন্য এই শর্ত রহিয়াছে যে, সে অহঙ্কারী হইবেনা, পরন্তু নম্র বিনয়ী আনুগত্যশীল হইবে এবং ইহা খোদাতায়ালার মামুরদের বিশেষত্ব। তাঁহাদের মধ্যে পরম আনুগত্য এবং নম্রতা থাকে, এবং এই গুণ আঃ হযরত (সাঃ)-এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী ছিল।

তাঁহার (আঃ হযরতের) এক খাদেমের নিকট তাঁহার ব্যবহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। সে উত্তর দিয়াছিল, সত্য কথা এইযে, আমার চাইতে অধিক তিনি আমার সেবা করিয়াছেন।

اللهم صلى على محمد و على ال محمد
و بارك و سلم

ইহা উত্তম চরিত্র এবং নম্রতার নমুনা। সত্য কথা এই যে, গরীবদের মধ্যে অধিক সেবক হয়, যাহারা সর্বদা চতুস্পার্শ্বে উপস্থিত থাকে। অতএব নম্রতা বিনয়, আনুগত্য এবং সহনশীলতার নমুনা দেখিতে হইলে তাহাদের মধ্যে পাওয়া যাইবে। কোন কোন পুরুষ ও নারী এইরূপ আছে, যদি খাদেমের কাজে বিন্দুমাত্র ত্রুটি হয়, যেমন চা-য়ের মধ্যে যদি কোন দোষ ঘটে, তাহা হইলে গালি-গালাজ আরম্ভ করিয়া দেয় অথবা মারপিট করে, এবং ঝোলের মধ্যে লবন বেশী হইলে হতভাগা খাদেমদের দুর্দশার অন্ত থাকে না। অন্যান্য গরীবদের সাথে তাহারা তখনই সংস্পর্শে আসে, যখন তাহারা উপবাসী থাকে এবং শুষ্ক রুটির দ্বারা দিন অতিবাহিত করে। কিন্তু তাহারা জানিয়াও কোন পরওয়া করে না। যখন গরীবেরা সাহায্য প্রার্থনার জন্য আসে, তখন তাহারা তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া থাকে। খোদাতায়ালা অনুপরমানুর স্রষ্টা, কেহ তাঁহার মোকাবেলা করিতে পারে না। গরীবদের প্রতি ব্যবহারে জানাযায় যে, কাহার মধ্যে কতটুকু খোদা ভীতির অভাব বা খোদা ভীতি আছে।

এক হাদীস হইতে জানা যায় যে, পরকালে আল্লাহ্তায়ালা কোনো কোনো বান্দাকে বলিবেন, তুমি অতি পরহেজগার এবং আমি তোমার প্রতি

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

॥ আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব ॥

মৌলবী মোহাম্মাদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

[গত সংখ্যার শিরোনামায় ভুল করিয়া "লাঞ্ছনাকারী" শব্দটি লেখা হইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে বিষয় বস্তু পূর্ববর্তী সংখ্যার "পূর্ণ জ্ঞানময়" শীর্ষকের চলতি অংশ হিসাবে পাঠ করিতে হইবে।]

আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন

আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের প্রাথমিক ধাপ হইল নবী অথবা তাঁহার খলিফার হস্তে বেয়াত করা। ইহার পর আসে আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত পরিচয়ের পালা। পরিচয়ের বিভিন্ন পর্যায় আছে এবং পরিচয় যেমন যেমন গভীর ও নিবিড় হয়, সম্বন্ধ তেমন তেমন অস্থায়ী হইতে স্থায়ী এবং দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হয়। পরিচয়ের পথে পা বাড়াইতে প্রস্তুতি হিসাবে প্রথমে মনকে শেরক মুক্ত ও সুন্দর করিতে হয়। হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন—

ان الله و تر يحب الو تر

"আল্লাহ্‌তায়ালা এক এবং তিনি এককে পছন্দ করেন।" তিনি আবার বলিয়াছেন—

ان الله جميل يحب الجمال .

"আল্লাহ্‌ সুন্দর এবং তিনি সুন্দরকে পছন্দ করেন।"

কোন বিশেষ ব্যক্তির সহিত সাক্ষাতে গেলে আমরা এই পদ্ধতিই অবলম্বন করি। মনকে সকল বিষয় ও বস্তু হইতে মুক্ত করিয়া এবং পরিপাটি হইয়া যাই। সুতরাং আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য আমাদের এই বিষয়ে কত বেশী সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, তাহা সহজেই অনুমেয় এবং তদনুযায়ী আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের নিয়মাবলী সতর্কতার ও আন্তরিকতার সহিত পালন করা কর্তব্য। ইহার পর আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত

(অমৃত বাণীর অবশিষ্ট্য)

সন্তুষ্ট, কারণ আমি খুবই ক্ষুদার্ত ছিলাম, তুমি আমাকে খাদ্য দিয়াছ। আমি উলঙ্গ ছিলাম, তুমি আমাকে বস্ত্র দিয়াছ। আমি তৃষ্ণার্থ ছিলাম, তুমি আমাকে পানি দিয়াছ। আমি অসুস্থ ছিলাম, তুমি আমার সেবা শুশ্রষা করিয়াছ। তখন সে (বান্দা) বলিবে, হে আল্লাহ্‌! তুমি ইহা হইতে পবিত্র। তুমি কবে এরূপ ছিলে, আর আমি কখন তোমার সাথে এরূপ ব্যবহার করিয়াছি? তখন তিনি বলিবেন, আমার অমুক অমুক বান্দা এরূপ ছিল তুমি তাহার সংবাদ লইয়াছ। এই ব্যবহার এরূপ ছিল, যেন তুমি আমারই প্রতি করিয়াছ। তখন অপর দল উপস্থিত হইবে। তাহাদিগকে বলা হইবে তোমরা আমার সহিত দুর্ব্যবহার করিয়াছ। আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, তোমরা আমাকে খাদ্য দাও নাই। পিপাসার্ত ছিলাম, পানি দাও নাই। উলঙ্গ ছিলাম, বস্ত্র দাও নাই। অসুস্থ ছিলাম, সেবা কর নাই। তখন তাহারা বলিবে, হে আল্লাহ্‌! তুমি এই সমস্ত হইতে পবিত্র। তুমি কখন এইরূপ ছিলে আর আমরা কবে তোমার সাথে এরূপ ব্যবহার করিয়াছি। তখন তিনি বলিবেন যে, আমার অমুক অমুক বান্দা এমতবস্তায় ছিল এবং তোমরা তাহাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন এবং ভাল ব্যবহার কর নাই। বস্তুতঃ তাহাদের সেবা করিলে আমারই সেবা করা হইত।

★

আমাদের পরিচয় আরম্ভ হইবে। আমরা যেমন মানুষের গুণ দেখিয়া তাহার পরিচয় উপলব্ধি করি, তেমনি আমরা আল্লাহতায়ালার গুণরাজিকে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার পরিচয় লাভ করিতে পারি। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর এক হাদীস আমাদিগকে এ বিষয়ে পথ দেখাইয়া দিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, "আল্লাহতায়ালার ৯৯ নাম আছে, সেইগুলিকে যে স্মরণ রাখে সে বেহেস্তে যাইবে।" এগুলি আল্লাহ্‌-তায়ালার গুণবাচক নাম। এই হাদীসের এ অর্থ নহে যে তোতা পাখীর ন্যায় এই নাম গুলিকে কেবল মুখস্থ রাখিলে বেহেস্ত পাওয়া যাইবে। পরন্তু এই হাদীসের তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্‌তায়ালার বিবিধ গুণবাচক নামগুলির সতত ব্যবহার দ্বারা উহাদিগের কার্যকারীতা জীবনে নিত্য নৈমিত্তিক উপলব্ধি করিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার ভালবাসা যাহার হৃদয়ে বদ্ধমুল হইয়া যাইবে, সে বেহেস্তে স্থান লাভ করিবে। সাহাবা কেরাম (রাঃ আঃ) এবং বুযুর্গানে দীন এই অমূল্য সম্পদের সদ্ব্যবহার করিয়া মহা সম্মান ও শক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কালক্রমে মুসলমানগণ এই সম্পদের অবহেলা করিয়া অধঃপতিত হইয়া যায়। আজ জনসাধারণ আল্লাহ্‌, তায়ালার গুণবাচক নামগুলির তাৎপর্য ও জীবনে উহাদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। মানুষ সম্পদ ও শক্তির পিয়াসী। কিন্তু তাহার হস্তের নিকট যে অমূল্য সম্পদ ও মহা শক্তির ভাণ্ডার পড়িয়া রহিয়াছে, উহাকে সে উপেক্ষা করিয়া যাইতেছে। আমাদের দৃষ্টান্ত যেন আমরা অসংখ্য ফলভারে অবনত এক মহামহীরুহের তলদেশে উপবিষ্ট এবং আমাদের হস্তের নিকট রকমারি দৈর্ঘের বহু বাঁশ রক্ষিত আছে। যখন যে ফলটি পাড়িতে ইচ্ছা করি, উপযুক্ত দৈর্ঘের বাঁশের সাহায্যে আমরা উহা পাড়িয়া লইতে পারি। অথবা আল্লাহ্‌তায়ালার গুণবাচক বিভিন্ন নাম যেন বিভিন্ন বস্তুর অফুরন্ত ভাণ্ডারের সহিত সংযুক্ত বিভিন্ন নল সদৃশ। যখন যে বস্তুর প্রয়োজন, সংশ্লিষ্ট নলের চাবি ঘুরাইলেই উদ্দিষ্ট বস্তু লাভ হয়। আল্লাহ্‌-তায়ালার নিকট আমাদিগের সকল প্রয়োজনের প্রত্যেক বস্তুরই অফুরন্ত ভাণ্ডার রহিয়াছে এবং তিনি আমাদিগের সকল প্রয়োজন পুরনেই সক্ষম। তিনি সদা আমাদিগের সকল সাধারণ প্রয়োজন পূরণ করিয়া যাইতেছেন। কিন্তু সাধারণ প্রয়োজন ছাড়াও আমাদিগের কর্ম জীবনে বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ বস্তু ও সাহায্যের প্রয়োজন দেখা দেয়। এ সময়ে আল্লাহ্‌তায়ালার সাধারণ নিয়মে সাহায্যের জন্য বসিয়া থাকা, ফলের প্রয়োজনে ফল না পাড়িয়া উহার পড়ার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকার ন্যায় হইবে। মানব জীবনের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেই আল্লাহ্‌-তায়ালার বিশেষ প্রকাশের সময় হয়। এইরূপ সময়েই ক্ষেত্রোপযোগী তাঁহার বিশেষ নাম ধরিয়া ডাক দিয়া তাঁহার সাড়া পাওয়া যায়, প্রয়োজন পুরণ হয় এবং পরিচয় লাভ ঘটে। আল্লাহ্‌তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলিয়াছেন।

ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها

"এবং আল্লাহ উত্তম নাম সমূহের অধিপতি। সুতরাং তাঁহাকে তদ্বারা ডাক।" (সুরা আরাফ, ২২শ রুকু)। আল্লাহ্‌তায়ালার নাম সম্বন্ধে যাহার যত সূক্ষ্ম জ্ঞান লাভ হইয়াছে, তাহার দোয়া ততবেশী কবুল হয়। নবীগণ যুগানুযায়ী আল্লাহ্‌তালার গুণের সর্বাপেক্ষা সঠিক জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। যেহেতু হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর নিকট আল্লাহ্‌তায়ালার পরম বিকাশ হইয়াছে, সেইজন্য আল্লাহ্‌তায়ালার গুণাবলী সম্বন্ধে তিনি মানব জাতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক অবগত ছিলেন।

দোয়া করিবার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার বিশেষ নামের নির্বাচন করিতেও সূক্ষ্ম জ্ঞানের প্রয়োজন।

একটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হইয়া যাইবে। ডাক্তারের নিকট পেটের বেদনার চারিটি রোগী আসিল। দেখা গেল ডাক্তার চারি জনকে চার রকম ঔষধ দিল এবং তাহারা ভাল হইয়া গেল। ডাক্তার এরূপ কেন করিল এবং সকলের পেটের বেদনা বিভিন্ন ঔষধে কেন ভাল হইল? ইহার কারণ এই যে, উহাদের পেটের বেদনার কারণ বিভিন্ন ছিল এবং কারণ ধরিয়া ঔষধ দিতে গিয়া ডাক্তারকে বিভিন্ন রকম ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হইল এবং রোগীগুলি আরোগ্যও লাভ করিল। ডাক্তার যদি সকলকে এক রকম ঔষধ দিত, তাহা হইলে দেখা যাইত যে, কারণ সম্মত যাহাকে ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল সে ভাল হইয়া যাইত, বাকিগুলি ভাল হইত না। অনুরূপভাবে আল্লাহ্তায়ালার নাম নির্বাচন সময়ে প্রয়োজন ও কারণের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অনেকেরই অর্থের অনটন আছে। এই অনটন দূর করিতে আমরা আল্লাহ্তায়ালার কোন্ নাম নির্বাচন করিব? আমাদিগকে দেখিতে হইবে আর্থিক অনটনের কারণ কি? আর্থিক অনটনের কারণ কয়েক রকম হইতে পারে। (১) কোন পাপে লিপ্ত হওয়ার কারণে কর্জের জন্য, (২) আলস্য বশতঃ পরিশ্রম না করার কারণে, (৩) মেহনত করা সত্বেও জরুরী খরচ পুরণ করিতে কর্জ হওয়ার জন্য এবং (৪) কাহারও স্বচ্ছলতা হইলে বিপথগামী হইতে পারে বলিয়া আল্লাহ্তায়ালা তাহাকে অনটনে রাখেন। প্রথম দফার জন্য আল্লাহ্তায়ালার غفور "গফুর" ক্ষমাকারী নামের নির্বাচন করিতে হইবে এবং দোয়া করিতে হইবে "হে গফুর, তুমি আমার পাপ ক্ষমা কর এবং আর্থিক অনটন দূর করিয়া দাও।" দ্বিতীয় দফার জন্য আল্লাহ্তায়ালার قيوم কাইউম নাম লইয়া বলিতে হইবে, "হে কাইউম। তুমি আমায় সক্রিয় করিয়া কাজে অধ্যবসায়ী করিয়া আমার আর্থিক অনটন দূর করিয়া দাও।" তৃতীয় দফার জন্য আল্লাহ্তায়ালার باسط "বাসেত" নাম লইয়া দোয়া করিতে হইবে, "হে বাসেত। তুমি আমার রোজগারে প্রসারতা দাও।" চতুর্থ দফার জন্য আল্লাহ্তায়ালার هادی নাম লইয়া দোয়া করিতে হইবে। "হে হাদী! তুমি আমায় মজবুত ঈমান দিয়া আমার আর্থিক অনটন দূর কর।"

একই ঔষধে যেমন বিভিন্ন রোগ আরোগ্য হইতে পারে তেমনি আল্লাহ্তায়ালার একই নাম বিভিন্ন প্রয়োজন ক্ষেত্রে নির্বাচিত হইতে পারে। কাইয়ুম নামের ব্যবহার উপরে একটি ক্ষেত্রে আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। আবার দুশমন কাহাকেও বিনষ্ট করিতে চাহিলে, কাইয়ুম নাম লইয়া দুশমনের বিরুদ্ধে কায়েম থাকিবার জন্য দোয়া করিতে হইবে। কোন বিষয়ে পথ খুজিয়া না পাইলে হাদী নাম ধরিয়া পথ চাহিতে হইবে। যুগ নবীকে জানিতে - يا هادی - يا عزيز - يا رفيق হে হাদী! হে অযীয! হে রফীক! বলিয়া ডাক দিয়া ঈমান লাভের জন্য, ঈমান পাইলে ঈমানের পথে খাড়া থাকিতে শক্তি পাইবার জন্য এবং ঈমানের পথে চলিতে বন্ধুরূপে পাইবার জন্য আবেদন জানাইতে হইবে। পাপ করিয়া অশান্তি ও অনুতাপ হইলে غفور الرحيم ক্ষমাকারী ও করুণাশীল নামে ডাক দিয়া আল্লাহ্তায়ালার নিকট ক্ষমা ও মনের প্রশান্তির জন্য করুণা চাহিতে হইবে। অপরাধ করিয়া লোক জানাজানি হইয়া লজ্জিত হইবার ভয়ে يا ستار "হে সত্তার!" বলিয়া ডাক দিয়া লজ্জা ঢাকিবার আবেদন জানাইতে হইবে। জ্ঞান লাভ করিতে عليم নাম ধরিয়া জ্ঞান চাহিতে হইবে। বিপদ হইতে বাঁচিতে حفيظ "হাফিয" নাম ধরিয়া ডাক দিয়া দোয়া করিতে হইবে। ঝগড়া বিবাদ হইলে يا جبار "হে জাব্বার" তুমি ঝগড়া মিটাইয়া দাও বলিলে, তিনি ঝগড়া

মিটাইয়া দিবেন। কেহ দুশমন হইলে, يا ودود হে ওদুদ, তুমি তাহার হৃদয়ে আমার ভালবাসা ঢালিয়া দাও বলিলে দুশমন বন্ধু হইয়া যাইবে। এই ভাবে আল্লাহ্‌তায়ালার বিভিন্ন নাম লইয়া প্রয়োজনানুযায়ী ঐগুলির ব্যবহার করিতে হইবে। যেমন জটিল ব্যধির জন্য অনেক ঔষধের ব্যবহারের প্রয়োজন হয়, তেমনি বহু পাপের দ্বারা উদ্ভুত জটিল অবস্থায় আল্লাহ্‌তায়ালার অনেক নাম ধরিয়া আবেদন করিবার প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সকল নামের সেরা ইসমে আযম হইল "আল্লাহ্‌" নাম। যখন কোন নাম ঠিক করা যায় না, তখন এই নাম লইয়া ডাকিলে আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহ বর্ষণ হয়। পাঠকের সুবিধার জন্য আমি আল্লাহ্‌তায়ালার গুণবাচক নাম গুলির অর্থ সহ তালিকা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

১। আল্লাহ্‌—ইসমে আযম।

২। রব—প্রভু।

৩। আর রহমান—অযাচিত দানকারী।

৪। আর রহীম—কার্যের প্রতিদানে বার বার অনুগ্রহকারী।

৫। মালেকে ইওমিদ্দিন—বিচার সময় ও দিনের প্রভু।

৬। আল-মালেক—সম্রাট।

৭। আল-কুদ্দুস—পবিত্র।

৮। আস-সালাম—শান্তিদাতা।

৯। আল-মুমিন—নিরাপত্তাদাতা।

১০। আল-মুহায়মেন—রক্ষাকর্তা।

১১। আল-আযীয—পরাক্রামশালী।

১২। আল-জব্বার—সংস্কার কর্তা।

১৩। আল-মোতাকাব্বের—মহা গৌরবময়।

১৪। আল-খালেক—স্রষ্টা।

১৫। আল-বারী—প্রতি বস্তুর আদি স্রষ্টা

১৬। আল-মুসাওওর—আকৃতি দাতা।

১৭। আল-গাফফার—মহা ক্ষমাশীল।

১৮। আল-কাহ্‌হার—সর্ব প্রধান।

১৯। আল-ওয়াহ্‌হাব—মহা দাতা।

২০। আর-রাযযাক—জীবিকা দাতা।

২১। আল-ফাত্তাহ—উন্মুক্তকারী।

২২। আল-আলীম—পরম জ্ঞানময়।

২৩। আল-কাবেদ—নিয়ন্ত্রনকারী।

২৪। আল-বাসেত—প্রসার দাতা।

২৫। আল-খাফেদ—অবনতকারী।

২৬। আর-রাফী—উত্তোলনকারী।

২৭। আল-মোয়েয্‌যা—সম্মান দাতা।

২৮। আল-মোযেল্লো—অবনমিতকারী।

২৯। আস-সামী—সর্ব শ্রোতা।

৩০। আল-বসীর—সর্বদ্রষ্টা।

৩১। আল-হাকাম—পরম মীমাংসাকারী।

৩২। আল-আদল—ন্যায় বিচারক।

৩৩। আল-লতীফ—যিনি স্বয়ং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম বিষয় সমূহ অবগত, অত্যন্ত দয়াশীল।

৩৪। আল-খবীর—সর্বজ্ঞ।

৩৫। আল-হালীম—পরম সহিষ্ণু।

৩৬। আল-আযীম—মহান।

৩৭। আল-গফুর—অত্যন্ত ক্ষমাকারী।

৩৮। আশ-শকুর—মহা মর্যাদা দাতা।

৩৯। আল-আলী—অতি উচ্চ।

৪০। আল কবীর—তুলনাবিহীনরূপে মহান।

৪১। আল-হাফীয—হেফাযতকারী।

৪২। আল-মুকীত—সংরক্ষণকারী। সৃষ্ট বস্তুর বৃত্তি নিচয়ের সংরক্ষণকারী।

৪৩। আল-হাসীব—হিসাব নিকাশকারী।

৪৪। আল জলীল—মহা মহিমার অধিপতি।

৪৫। আল-করীম—মহানুভব।

৪৬। আর-রকীব—পরিদর্শনশীল।
৪৭। আল-মুজীব—প্রার্থনা মঞ্জুরকারী।
৪৮। আলওসী'—সর্ব পরিবেষ্টনকারী, বদান্যশীল।
৪৯। আল-হাকীম—প্রজ্ঞাময়।
৫০। আল-ওদুদ—প্রেমময়।
৫১। আল-মজিদ—সম্মানের অধিপতি।
৫২। আল-বায়েস—পুনরুত্থানকারী।
৫৩। আশ-শহীদ সাক্ষী।
৫৪। আল-হাক্ক—সত্য।
৫৫। আল-ওকিল—অভিভাবক।
৫৬। আল-কাওয়ী—শক্তিশালী।
৫৭। আল-মতিন—প্রবল।
৫৮। আল-ওলি—পরম বন্ধু।
৫৯। আল-হামীদ—প্রশংসা ভাজন।
৬০। আল-মুহসী—লিখক
৬১। আল-মুবদী—সূচনাকারী।
৬২। আল-মুয়ীদ—পুণঃকারক।
৬৩। আল-মুহয়ী—জীবন দাতা।
৬৪। আল-মুমীত—মৃত্যুদাতা।
৬৫। আল-হায়ই—জীবনময়।
৬৬। আল-কাইয়ুম—সকলের স্থিতি দাতা।
৬৭। আল-ওয়াজেদ—আবিষ্কারক।
৬৮। আল-কাদির—শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী।
৬৯। আল-মুক্তাদীর—সর্বশক্তিমান।
৭০। আল-মুকাদ্দিম—উন্নতির উপায় ও উপকরনের ব্যবস্থাপক।
৭১। আল-মুয়াখ্খের—বিলম্বকারী, অপদস্থকারী।
৭২। আল-আওল—প্রথম।
৭৩। আল-আখের—শেষ।
৭৪। আয-যাহের—প্রকাশিত।
৭৫। আল-বাতেন—গুপ্ত।
৭৬। আল-ওয়ালী—শাসনকর্তা।
৭৭। আল-মুতাআল্লী—সর্বশ্রেষ্ঠ গুণাবলীর অধিপতি।
৭৮। আল-বার—দয়ালু।
৭৯। আত-তাওয়াব—অনুতাপ গ্রহণকারী।
৮০। আল-মুনীম—অনুগ্রহ বিতরণকারী।
৮১। আল-মুন্তাকীম—প্রতিফল দাতা।
৮২। আল-আফয়ু—পাপ মোচনকারী।
৮৩। আর রউফ—করুণাশীল।
৮৪। মালিকুল মুলক—রাজ্যাধিপতি।
৮৫। আল-মুকসীত—ন্যায়পরায়ণ।
৮৬। আল-জমী,—একত্রকারী।
৮৭। আল-গণি—স্বয়ং সম্পূর্ণ।
৮৮। আল-মুগনী—প্রাচুর্য প্রদানকারী, ধনী কারক।
৮৯। আল-মানে—প্রতিরোধকারী।
৯০। আদ্-দার—শাস্তিদাতা।
৯১। আন-নাফে—উপকার সাধনকারী।
৯২। আন-নূর—আলো।
৯৩। আল-হাদী—পথ প্রদর্শক।
৯৪। আল-বদী,—পত্তনকারী।
৯৫। আল-বাকী—যিনি সকলকে অতিক্রম করিয়া থাকিয়া যান।
৯৬। আল-ওয়ারেস—উত্তরাধিকারী।
৯৭। আর রশীদ—সত্য পথ নির্দেশকারী।
৯৮। আস-সবুর—ধৈর্যশীল।
৯৯। যুল-আরশ—সিংহাসনের অধিপতি।
১০০। যুল-ওকার—ধৈর্য এবং গাম্ভির্যের অধিপতি
১০১। আল-মুতাকাল্লীম—বাঙময়।
১০২। আশ-শাফী—আরোগ্য প্রদানকারী।
১০৩। আল-কাফী—যিনি যথেষ্ট।
১০৪। আল-আহাদ—অনুপম।
১০৫। আল-ওহীদ—অদ্বিতীয়।
১০৬। আস-সামাদ—স্বয়ম্ভু। যাঁহার উপরে সকলে নির্ভরশীল।

১০৭। যুল জালালে ওয়াল একরাম—মহিমা ও বদান্যতার অধিপতি।

কোন বাদশাহের অস্ত্রাগারে যেমন আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় অস্ত্র-শস্ত্র থাকে, তেমনি জীবন সংগ্রামে নিত্য ব্যবহারের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্-তায়ালা মানবকে তাঁহার নামগুলি অস্ত্ররূপে দিয়াছেন। মানব কুলে সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক জীবন ছিল হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর এবং সর্বাপেক্ষা সফল এবং গৌরবময় জীবনও ছিল তাঁহারই। আল্লাহ্তায়ালার মহিমান্বিত নামগুলির যথাযোগ্য ব্যবহারের দ্বারাই তিনি বিপদরাশীকে কাটাইয়া অপূর্ব সফলতা ও গৌরব লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি আমাদের জন্য আদর্শ। উম্মতে মোহাম্মাদীর ওলি আওলিয়াগণ এই সব নামের সদ্ব্যবহার দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালার মহিমা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার প্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহার নৈকট্য লাভ করিয়াছিলেন। যাহারা জীবন সংগ্রামে জয়ী হইতে ও আল্লাহ্তায়ালার প্রেম ও সান্নিধ্য লাভ করিতে চাহে, তাহাদের জন্য ইহা সফলতা লাভের রাজপথ স্বরূপ। আল্লাহ্তায়ালার সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লাভের পথ ইহাই। যে আল্লাহ্তায়ালার গুণবাচক নামগুলির ব্যবহার প্রণালী আয়ত্ত করিয়াছে, তাহার নিকট পৃথিবীর সকল কিছু তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। মক্কা বিজয়ের দিনে হযরত রসুল করীম (সাঃ) এরূপ মুক্ত হস্তে ধন-সম্পদ বিতরণ করিয়াছিলেন, যাহা দেখিয়া মক্কার প্রাচীন কোরেশগণ মন্তব্য করিয়াছিল। "তাঁহার বদান্যতা দেখিয়া মনে হইতেছে যেন তিনি এক অফুরন্ত গুপ্ত ধন ভাণ্ডারের সন্ধান পাইয়াছেন।"

দোয়ার কবুলিয়তের জন্য কতকগুলি শর্ত রহিয়াছে। (১) পুত্র যেরূপ স্নেহশীল পিতাকে স্মরণ করে, সেইভাবে আল্লাহ্তায়ালাকে স্মরণ করিয়া পবিত্র দেহ ও পরিষ্কার এবং শেরক মুক্ত মন লইয়া দোয়া করিতে হয়। (২) নামাযের মধ্যে দোয়া করিতে হয়, কারণ নামায মোমেনের জন্য মে'রাজ। (৩) নিষিদ্ধ ও অপবিত্র বিষয়ের জন্য দোয়া করিতে নাই, কারণ আল্লাহ্তায়ালা পবিত্র। (৪) প্রার্থিত বস্তু দিবার পূর্ণ ক্ষমতা আল্লাহ্তায়ালার আছে এবং তিনি মহান দাতা, ইহার দৃঢ় বিশ্বাস লইয়া দোয়া করিতে হয়। (৫) যতক্ষণ পর্যন্ত দোয়া কবুল না হয়, অথবা আল্লাহ্তায়ালার তরফ হইতে নিষেধ না আসে, ততক্ষন পর্যন্ত ক্রমাগত দোয়া করিয়া যাইতে হয়। (৬) দোয়া করিবার পূর্বে এবং পরে দরুদ শরীফ পড়িলে দোয়া শীঘ্র কবুল হয়। (৭) প্রশান্ত মনে একান্ত বিনয়াবনত হইয়া বিগলিত হৃদয়ে দোয়া করিতে হয়, ইহাতে দোয়া শীঘ্র কবুল হয়। (৮) বিশেষ বিশেষ বিষয়ের জন্য দোয়া করিবার আগে এবং বা পরে সদকা বা কুরবানী করিতে হয়। ইহাতে দোয়া খুব শীঘ্র কবুল হয়। (৯) দোয়া করিবার পূর্বে এতিম বাচ্চাকে পাইলে, তাহাকে খুশী করিলে দোয়া তাড়াতাড়ি কবুল হয়। (১০) দোয়া করিবার পূর্বে কোন দুঃস্থ বা বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে পাইলে তাহাকে সাহায্য করায় দোয়া শীঘ্র কবুল হয়। (১১) দোয়া করার পূর্বে পিতা-মাতার সেবা করার সুযোগ ঘটিলে, দোয়া শীঘ্র কবুল হয়। (১২) প্রার্থিত দোয়া করিবার পূর্বে আত্মীয় ও আত্মীয় দুঃস্থ ও বিপদগ্রস্ত বান্দাদের জন্য আল্লাহ্তায়ালার নিকট দোয়া করিলে, দোয়া শীঘ্র কবুল হয়। (১৩) বা-জামাত নামাযের মধ্যে দোয়া করিলে, দোয়া শীঘ্র কবুল হয়। (১৪) তাহাজ্জুদের নামাযের মধ্যে দোয়া শীঘ্র কবুল হয়। (১৫) বৃষ্টির সময়ে দোয়া করিলে, দোয়া শীঘ্র কবুল হয়। (১৬) আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহের নিকট দোয়ার আবেদন জানাইয়া, দোয়া করিলে, অতি শীঘ্র দোয়া কবুল হয়। (১৭) মুসাফীর ও রুগীর দোয়া তাড়াতাড়ি কবুল হয়। (১৮) বিপদগ্রস্থ

অবস্থায় দোয়া শীঘ্র কবুল হয়। (১৯) হজ্জের মধ্যে দোয়া করিলে, দোয়া শীঘ্র কবুল হয়। (২০) মক্কা শরীফে বয়তুল্লায় দোয়া করিলে, দোয়া শীঘ্র কবুল হয়। (২১) মদিনা শরীফ, কাদিয়ান ও রবওয়ার মসজিদে দোয়া করিলে দোয়া শীঘ্র কবুল হয়। (২২) কাদিয়ান ও রবওয়ায় এবং বিভিন্ন স্থানে জামাতের ধর্মীয় জলসায় দোয়া করিলে দোয়া শীঘ্র কবুল হয়। (২৩) নামাযের মধ্যে ছাড়াও যে বিষয়ের জন্য উঠিতে বসিতে চলিতে ফিরিতে সব সময় মনে মনে দোয়া করা হয়, উহা অতি শীঘ্র কবুল হয়।

উপরোক্ত শর্তগুলির মধ্যে ১ হইতে ৭ দফা লিখিত শর্তগুলি দোয়ার কবুলিয়তের জন্য অপরিহার্য। বাকী শর্তগুলির যে কোন একটি বা একাধিক পালন করার সুযোগ ও সুবিধা পাইলে, দোয়ার কবুলিয়তকে নিশ্চিত করে।

দোয়া করিতে একটা বিষয়ে সাবধান হওয়া প্রয়োজন। নবী এবং আল্লাহ্‌তায়ালার নেক বান্দাদের বিরুদ্ধে দোয়া করিতে নাই। উহাতে প্রার্থনাকারীর সমূহ ক্ষতি হয়। হযরত মুসা (আঃ)-এর যামানায় এক শহরে বিলআম বিলঊর নামে এক ওলি ছিলেন। হযরত মুসা (আঃ) যখন বনি ইসরাইল সহ সেই শহরে প্রবেশ করিতে উদ্যত, তখন শহরবাসী তাঁহাকে গিয়া দোয়া করিতে বলিল যে হযরত মুসা (আঃ) যেন শহরে প্রবেশ করিতে না পারেন। বিলআম বিলঊর শহরবাসীর অনুরোধে দোয়া করিলেন। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার দোয়া কবুল করিলেন, কিন্তু নবীর বিরুদ্ধে দোয়া করার জন্য তিনি বিলআম বিলঊরের ওলায়েত কাড়িয়া লইলেন। আমরা দৈনন্দিন জীবনেও দেখি বাদশাহ বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের অন্তরঙ্গের বিরুদ্ধে যে কেহ বিরোধীতা করে, সে স্বয়ং ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

দোয়ার কবুলিয়তের দ্বারা কাহারও যে পরিমাণ আল্লাহ্‌তায়ালার গুণাবলীর সম্বন্ধে পরিচয় লাভ হইতে থাকে, সেই পরিমাণ আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত তাহার সম্বন্ধও দৃঢ়তর হইতে থাকে। প্রথম পর্যায়ে বান্দা আল্লাহ্‌তায়ালার গুণাবলী স্মরণ করিয়া তাঁহার নিকট নিজের জন্য বিভিন্ন প্রয়োজনের বস্তু চাহে। এতদ্বারা আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত তাহার সম্বন্ধ যত নিবিড়তর হয়, ততই সে অপরের জন্যও দোয়ায় তৎপর হয় এবং অবশেষে সে স্বয়ং আল্লাহ্‌তায়ালার রঙে রঙিন হইয়া জনগণের সর্বময় কল্যাণকামী হয়। নবী রসুলগণ এই পর্যায়ের হইয়া থাকেন।

এখন দোয়ার কবুলিয়ত কি ভাবে আল্লাহ্‌তায়ালা প্রার্থনাকারীকে জ্ঞাত করান, তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিব। আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছি আল্লাহ্‌তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলিয়াছেন যে, তিনি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দিয়া থাকেন। এই উত্তর কি প্রকারে দিয়া থাকেন, তাহা পবিত্র কুরআনে লিপিবদ্ধ আছে।

ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا اومن
وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه
ما يشاء انه علي حكيم

"এবং ইহা মানবের জন্য নহে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহার সহিত বাক্যালাপ করেন বরং ওহীর দ্বারা বা পরদার অন্তরাল হইতে, অথবা একজন রসুল (মনোনীত ফেরেস্তা) প্রেরণের দ্বারা এবং ওহী করিয়া (অর্থাৎ বর্ণিত তিন প্রকারের মধ্যে যে কোন এক প্রকারে সংবাদ দিয়া) তাঁহার অনুমতি অনুযায়ী তিনি যাহা চাহেন, নিশ্চয় তিনি উচ্চ, জ্ঞানী।"

(সুরা—আশশুরা, ৫ম রুকু)।

ওহী শব্দের অর্থ তড়িতের ইঙ্গিত, যাহা ফেরেস্তার দ্বারা কোন নবী বা নেক বান্দার হৃদয়ে প্রক্ষিপ্ত

হয়। ইহা স্বপ্নের মধ্যে কোন দৃশ্যের আকারে আসে অথবা প্রেরণার দ্বারা কোন শব্দ বা চিন্তার আকারে মনে জাগিয়া উঠে, অথবা মনশ্চক্ষের সম্মুখে লিখার আকারে ভাসিয়া উঠে। ইহা প্রথম প্রকারের বাক্যালাপ। দ্বিতীয় হইতেছে শব্দের আকারে। ইহাকে ইলহাম বা দৈববাণী বলে। এই বাণী কোন ফেরেস্তার মুখ হইতে নিঃসৃত হয়। ইহাতে কাহাকেও চক্ষে দেখা যায় না। অর্ধ ঘুম ও অর্ধ জাগরণ অবস্থায় কতকগুলি অর্থপূর্ণ শব্দ কর্ণে আসে এবং উহার প্রভাব বা অর্থ হৃদয়ে গভীর দাগ কাটিয়া দিয়া যায়। তৃতীয় প্রকারের বাক্যালাপে ফেরেস্তা মূর্তি ধরিয়া আসিয়া উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সহিত কথা বলে। ইহাকে কাশ্‌ফের অবস্থা বলে। প্রার্থনাকারীকে বা বান্দাকে আল্লাহ্‌তায়ালা স্বয়ং দেখা দেন না বা কথা বলেন না। ইহার কারণ এই যে মানবের সাক্ষাৎভাবে আল্লাহ্‌কে দেখিবার ও তাঁহার কথা শুনিবার অবস্থা ও ক্ষমতা নাই। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হইবে। সূর্য যদিও জড় বস্তু, তথাপি আমরা উহাকে জড় চক্ষু দিয়া দেখিতে পারি না। উহা সাড়ে নয় কোটী মাইল দূরে অবস্থিত, তথাপি আমরা উহার দিকে তাকাইতে পারি না। নিকটে যাইয়া উহাকে দেখার প্রশ্নই উঠে না। আমরা আমাদের আত্মার চক্ষু দ্বারাও খোদাকে দেখিতে পারি না। তাহার কারণ এই যে, তিনি এরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যে আমাদের আত্মার চক্ষুও তাঁহাকে দেখিবার জন্য একান্ত স্থূল। মৃত্যুর পর আমাদিগের আত্মার স্বত্বা দিয়া দেহ গঠিত হইবে এবং উহার মধ্যে এক সূক্ষ্মতর আত্মা উদ্ভূত হইবে, যাহা আল্লাহ্‌কে দেখিতে পারিবে। তথাপি ইহ জীবনে আল্লাহ্‌তায়ালা স্বপ্নের মধ্যে ভক্তকে রূপকে দর্শন দিয়া থাকেন। রবের গুণে পিতার রূপ ধরিয়া, রহমানের গুণে স্তন্যদায়িনী মাতার রূপ ধরিয়া, শক্তির প্রকাশে কাদের নামের কোন বন্ধুর রূপ ধরিয়া ইত্যাকার ভাবে তিনি স্বপ্নে দেখা দেন এবং সেই সময়ে স্বপ্ন দ্রষ্টার মনে প্রতীতি জাগে যে ইনি খোদা।

স্বপ্ন ছবির মধ্য দিয়া আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে আমাদিগের প্রার্থনার যে জবাব দিয়া থাকেন, সেগুলি রূপকের ভাষায় হইয়া থাকে এবং উহাদের তাবির বা ব্যাখ্যা করিয়া লইতে হয়। ইলহামী জবাবে প্রায়ই পরিষ্কার জবাব থাকে। কিন্তু কোন কোন সময়ে উহারও মধ্যে কিছু রূপকের আমেজ থাকে। কাশ্‌ফে দেখা ঘটনা হুবহু ঘটে। এ সকল এক পৃথক বিদ্যা। ইহার বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নহে। তবে অল্প-বিস্তর সকলেই স্বপ্ন বৃত্তান্ত কিছু কিছু জানে এবং যাঁহারা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞান রাখেন, তাঁহারা এ বিষয় ভালভাবেই জানেন।

আল্লাহ্‌তায়ালার দর্শন দুই প্রকারের হইয়া থাকে। এক হইল সাময়িক এবং অপরটি স্থায়ী। সাময়িক দর্শন স্বপ্নের মধ্যে রূপকে এবং দোয়ার কবুলিয়তে ঘটনার মধ্যে উপলব্ধির দ্বারা ঘটিয়া থাকে। স্থায়ী দর্শন যাহাকে লেকার অবস্থা বলে, উহা নবীদের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। (১) ফানা অর্থাৎ আত্মবিলীনতা এবং (২) বাকা অর্থাৎ আধ্যাত্মিক স্থিতাবস্থার স্তর পার হইয়া লেকার স্তর। নিজের সকল ইচ্ছাকে আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছার নিকট বিলীন করিয়া দিলে, ফানার স্তর লাভ হয়। বৌদ্ধ ধর্মে ইহাকেই নির্বানাবস্থা বলে। যখন বান্দা নিজের সকল ইচ্ছাকে কুরবানী করিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার সকল আদেশ ও নিষেধ পালনে পূর্ণভাবে ব্রতী হয়, তখন তাহার বাকার অবস্থা লাভ ঘটে। এই অবস্থায় তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশ নিষেধ পালনের প্রতিমূর্তি হইয়া যান। ইহার পরবর্তী ধাপে তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেন এবং সদা আল্লাহ্‌তায়ালার সন্দর্শনে ভূষিত থাকিয়া ঐশী

মহিমা ও শক্তির প্রকাশক হন। ইহাই লেকার অবস্থা এবং এই সৌভাগ্য নবীরা বিশেষ ভাবে লাভ করিয়া থাকেন। লেকা প্রাপ্ত মহাপুরুষের দৃষ্টান্ত জলন্ত অগ্নিতে অবস্থিত লোহা সদৃশ অথবা বৈদ্যুতিক পাওয়ার হাউসের ডাইনামোর সহিত সংযুক্ত লোহার তারের ন্যায়। লোহা আগুনে পড়িলে, প্রথমে গরম হয়। বেশী গরম হইলে উহার মধ্যে আগুনের দাহ্য ক্ষমতা আসে এবং যখন আরও গরম হইয়া অগ্নিবৎ হয়, তখন উহা অগ্নির ন্যায় উত্তাপ এবং আলোক উভয়ই দিতে থাকে। লোহার তার কতই সূক্ষ্ম এবং দুর্বল হউক, যখন উহা পাওয়ার হাউসের সহিত সংযুক্ত থাকে, তখন উহার মধ্যে ডাইনামোর পূর্ণ শক্তিই ক্রিয়াশীল থাকে। আল্লাহ্তায়ালার লেকা প্রাপ্ত বান্দাগণ জলন্ত অগ্নিতে অবস্থিত লৌহ খণ্ডের অথবা সচল ডাইনামোর সহিত সংযুক্ত লোহার তারের ন্যায় হইয়া থাকেন। অগ্নিতে অবস্থিত লৌহ খণ্ড যেমন অগ্নির প্রকাশক হয় এবং বিজলীর তার যেমন ডাইনামোর পূর্ণ শক্তির প্রকাশক হয়, তদ্রূপ নবীগণও খোদার মহিমার ও শক্তির প্রকাশক হইয়া থাকেন। এই মহিমা ও শক্তির প্রকাশ দেখিয়া অনেকে নবীগণকে খোদা বলিয়া ভ্রম করে। ধর্মের ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্ত রহিয়া গিয়াছে। হযরত ঈসা (আঃ), শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি নবীগণ আজও খোদারূপে পূজিত হইতেছে।

আধ্যাত্মিক অবস্থা ও আগ্রহ অনুযায়ী আল্লাহ্-তায়ালা তাঁহার বান্দাগণকে সাময়িক বা স্থায়ী দর্শনে ভূষিত করিয়া থাকেন। আল্লাহ্তায়ালার দিকে যাত্রার যাহার যে পরিমাণ গতি, সে সেই পরিমাণ আল্লাহ্তায়ালার উপলব্ধি লাভের জন্য নিদর্শনাবলী প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নবীগণ সদা আল্লাহ্তায়ালার কালাম লাভ ও নিদর্শনাবলীর প্রকাশের আলোকে আলোকিত থাকেন। নবীগণের মধ্যে লেকা লাভের মর্যাদার তারতম্য রহিয়াছে। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) সর্বাপেক্ষা উচ্চাঙ্গের লেকা প্রাপ্ত রসুল ছিলেন। তাঁহার মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালার পূর্ণ বিকাশ, যাহা মানব উপলব্ধি করিতে সক্ষম, প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই বিকাশ হযরত মুসা (আঃ) দেখিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আধ্যাত্মিকতার সেই শক্তি ও সহ্যের ক্ষমতা না থাকায়, তিনি উক্ত বিকাশ প্রদর্শনের সূচনাতেই কোহতুরে বেহুঁশ হইয়া পড়েন এবং পরে জাগ্রত হইয়া তিনি তাঁহার অক্ষমতা স্বীকার করেন এবং অনাগত নবীর উপর ঈমান আনেন। এই ঘটনা পবিত্র কুরআনের সুরা আল আরাফের ৭ম রুকুতে বর্ণিত হইয়াছে।

মানব জীবনের উদ্দেশ্য আল্লাহ্তায়ালাকে লাভ করা। নবীগণের আগমন এই উদ্দেশ্যেই হইয়া থাকে। তাঁহারা আল্লাহ্তায়ালাকে লাভ করিয়া আমাদিগকে তাঁহাকে লাভ করার পথ প্রদর্শন করেন। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালাকে লাভ করার অর্থ এরূপ নহে, যেরূপ আমরা টাকা পয়সা ধন-দৌলত বা রাজ্য সম্পদ লাভ করি। আল্লাহ্তায়ালা অসীম এবং আমরা সসীম। আমরা অসীমকে শেষ করিয়া লাভ করিতে অথবা লাভ করিয়া শেষ করিতে পারি না। কোন নবীও তাহা পারেন নাই এবং পারিবেন না। কেহ বলিতে পারিত যে, ইহ জগতে আমাদিগের জীবন সীমাবদ্ধ সেই জন্য তাহাকে আমরা লাভ করিয়া শেষ করিতে পারি নাই। এই সম্ভাব্য আপত্তি খণ্ডন করিতে আল্লাহ্তায়ালা আমাদিগের জন্য মৃত্যুর পর অনন্ত জীবন রাখিয়াছেন। সেখানে সকলের গতি আল্লাহতায়ালার দিকে। সেখানে অমর জীবন দানের উদ্দেশ্য এই যে মানব দেখিবে অধিকতর শক্তি ও গতি সম্পন্ন সেখানকার জীবনেও সে আল্লাহতায়ালাকে লাভ করিয়া শেষ করিতে পারিবে না। সেখানে মানব আল্লাহ্-

তায়ালাকে অনন্তকাল লাভ করিতে থাকিবে। আল্লাহতায়ালার আহাদ নামের মধ্যে এই তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে।

এখন আমরা আল্লাহতায়ালাকে লাভ করিতে থাকার পথ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। যেহেতু পবিত্র কুরআন আল্লাহতায়ালাকে লাভ করিবার জন্য হেদায়েত পুস্তক, সুতরাং আমরা ঐ পবিত্র গ্রন্থে ইহার সন্ধান দেখিব। সুরা ফাতেহার প্রথমেই আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন।

الحمد لله رب العالمين ٥ الرحمن الرحيم ٥ مالك يوم الدين ٥ اياك نعبد و اياك نستعين ٥ اهدنا الصراط المستقيم -

"(১) সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি বিশ্ব সমূহের রব, আর-রহমান, আর-রহীম, বিচার দিনের প্রভু। (২) আমরা তোমারই উপাসনা করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য চাই। (৩) আমাদিগকে সরল ও সহজ পথে চালাও।

উক্ত আয়াতগুলিকে আমি এখানে তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছি। তৃতীয় অংশে পথের প্রার্থনা আছে। দ্বিতীয় অংশে আল্লাহ্‌মুখী হওয়ার কথা আছে এবং প্রথম অংশে আল্লাহ্‌র চারিটী বিশেষ গুণের ভিত্তিতে তাঁহার পূর্ণ প্রশংসার কথা বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশকে সংযুক্ত করিয়া অর্থ করিলে আমরা দেখি যে উহাদের মধ্যে আল্লাহ্‌কে লাভ করার পথ চাওয়া হইয়াছে। এখন প্রশ্ন পথের দিশা না দিয়াই কি আল্লাহ্‌ আমাদিগকে তাঁহাকে পাইবার পথের প্রার্থনা করাইলেন। ইহা অসম্ভব। অথচ পবিত্র কুরআন সবে সুরা ফাতেহাতেই আরম্ভ হইয়াছে। তবে কোথায় পথের সন্ধান মিলিবে? ইহার পূর্বে আমাদিগের নিকটে পুঁজি, আয়াতগুলির কেবল প্রথমাংশ আছে, যাহাতে আল্লাহ্‌তায়ালার চারিটি গুণবাচক নাম আছে। যুক্তিযুক্তভাবে ইহারই মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে উঠিবার পথ বা সিঁড়ি থাকা চাই। আল্লাহ্‌তায়ালা পবিত্র কুরআনের অন্যত্র আমাদিগকে বলিয়াছেন, صبغة الله 'আল্লাহ্‌র রঙে রঙিন হও।" (সুরা বকর, ১৬শ রুকু)। হাদীস শরীফে আছে تخلقوا باخلاق الله 'আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত হও"। আল্লাহ্‌তায়ালা মানবকে তাঁহার নিজের সাদৃশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন যেন মানুষ তাঁহার প্রকাশের স্থল হইতে পারে। خلق آدم على صورته তিনি আদমকে আপন স্বরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন।" (হাদিস) انى جاعل فى الارض خليفة "নিশ্চয়ই (মানবকে) আমি পৃথিবীতে এক খলিফা নিযুক্ত করিতে চলিয়াছি।" (সুরা বকর—৪র্থ রুকু)। উপরুক্ত আয়াত ও হাদীস হইতে আশা করি পাঠকের নিকট ইহা সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, আল্লাহ্‌তায়ালাকে লাভ করিতে আমাদিগকে তাঁহার গুণে গুণান্বিত হইতে হইবে। অতএব উপরে বর্ণিত সুরা ফাতেহার প্রথমাংশে বর্ণিত আল্লাহ্‌-তায়ালার যে চারিটি নাম আছে, ঐ নামগুলিতে নির্দিষ্ট গুণগুলি আল্লাহ্‌তায়ালাকে লাভ করার জন্য আধ্যাত্মিক সিঁড়ি স্বরূপ, যাহা নিম্ন হইতে উঠিয়া সোজা সকল প্রশংসার অধিকারী আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছায়।

কি ভাবে এই সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হইবে, তাহা বুঝিবার পূর্বে নামগুলির তাৎপর্য বুঝা প্রয়োজন।

আল্লাহ্‌তালার আলোচ্য চারিটি গুণবাচক নাম হইল (১) রব, (২) আর-রহমান, (৩) আর-রহীম এবং (৪) মালেকে ইওমিদ্দীন।

রব শব্দের শব্দের সাতটি অর্থ যথা ঃ—অধিপতি, প্রভু, পরামর্শদাতা, প্রতিপালক, চিরস্থায়ী ও স্থায়িত্ব-দাতা, মহান পুরস্কার-দাতা এবং পরিসমাপ্তিকারী। যিনি সৃষ্টি, পালন ও ত্রান করেন তিনি রব। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জড় পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া বড় বড় নক্ষত্র, তেজঃপরমাণু হইতে আরম্ভ করিরা মহা জাগতিক চৌম্বিক ও বৈদ্যুতিক শক্তি, আলোক কণা হইতে আরম্ভ করিয়া মহা জ্যোতিষ্ক, এবং

ক্ষুদ্র প্রাণী বিন্দু হইতে আরম্ভ করিয়া সকল প্রকার প্রাণী, জীব জন্তু, মানব এবং ফেরেস্তা পর্যন্ত এবং জড় জগত ও আধ্যাত্মিক জগতে এবং ইহলোক ও পরলোকে যাহা কিছুই আছে, সকল কিছুরই সৃষ্টি-কর্তা, পালন কর্তা এবং প্রত্যেককে তাহার সৃষ্টির লক্ষ্যে যিনি পৌঁছান, তিনি রব। আল্লাহ্তায়ালার এই গুন প্রতি বিন্দু ও মূহূর্ত এবং অজানা ক্ষেত্র সমূহকে ছাইয়া অনন্ত বিস্তৃত। জড়, উদ্ভিদ, প্রাণী ও জীব, শক্তি এবং ফেরেস্তা জগতে সকলেই সদা আল্লাহ্তায়ালার এই গুন হইতে কল্যাণ আহরণ করিতেছে। আল্লাহ্তায়ালার এই গুণ কাহারও প্রতি কল্যাণ দানে ইতর বিশেষ করে না। ইহা সর্ব সাধারণে সমানভাবে কার্যকরী রহিয়াছে। অসংখ্য সূর্যের সমগ্র জ্যোতিকে একত্রিত করিলে যেরূপ আলো হয়, আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার এই গুণে তদ্রূপ উজ্জ্বল। সাড়ে নয় কোটী মাইল দূরে অবস্থিত এক সূর্যের দিকে আমরা তাকাইতে পারি না। অতএব অসংখ্য সূর্যের একত্রিত জ্যোতি আমরা কি ভাবে দেখিব? আধ্যাত্মিক চশমা ব্যতিরেকে এ ঘনীভূত অসীম আলোকের রাজ্যে আমরা অন্ধ। আল্লাহ্-তায়ালার এই গুণ অজানা কাল হইতে সর্বত্র প্রতি-নিয়ত এরূপ নিখুতভাব ক্রিয়াশীল যে, আধ্যাত্মিক চশমাবিহীন নেচারী দল আপন রবকে অস্বীকার করিয়া বলিতেছে যে বিশ্ব আপনা-আপনি চলি-তেছে। ইহাদের কোন কর্তার প্রয়োজন নাই এবং কর্তা নাই। অথচ তাঁহার রবুবিয়ত এক মূহূর্ত বন্ধ করিয়া দিলে সব অচল হইয়া যাইবে।

আর-রহমান যিনি কাজের বিনিময় ব্যতিরেকে অযাচিত দান করেন। মানব সৃষ্টি হইবার পূর্ব, তাঁহার জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় চন্দ্র সূর্য জল, বায়ু, খাদ্য, ঔষধ, পিতা মাতার স্নেহ ইত্যাদি অগণিত উপকরণের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন যিনি, তিনি আর-রহমান। মানবের শিক্ষাদীক্ষা, সভ্যতা, নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা শিক্ষা দিবার জন্য যিনি যুগে যুগে অযাচিত ভাবে নবী রসুল প্রেরণ করি-য়াছেন, তিনি আর-রাহমান। আল্লাহ্তায়ালার এই গুণ অপেক্ষকৃত সীমাবদ্ধ। এই গুণ প্রাণী জগতের মধ্যে কার্যকরী। প্রাণী জগতের দৈহিক বা মানব জগতের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন পুরণ এই গুণের অধীন। জড় জগতের বস্তু সমূহের সহিত এই গুণের প্রকাশের সম্বন্ধ নাই। এইগুণ বোধ-সম্পন্ন এবং বোধহীন প্রাণী এবং বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাশী মানব সকলের উপর সমানভাবে কল্যাণবর্ষী! এই গুণে তাঁহাকে আমরা কিছু পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারি। জন্মের পূর্বে শিশুর জীবন ধারণের জন্য তাহার মাতার স্তন যখন দুগ্ধ দানের কথা স্মরণ করি, তখন আমরা আল্লাহ্তায়ালার এই অযাচিত করুণা দর্শনে তাঁহার নিকট ভক্তিতে মাথা অবনত করি।

আর-রহীম, যিনি কাজের বিনিময়ে বার বার পুরুস্কার দেন। মানবের সৎ প্রচেষ্টার সহিত আল্লাহ্-তায়ালার এই গুণের প্রকাশ হইয়া থাকে। ক্ষমা চাহিলে তিনি ক্ষমা করেন, কিছু চাহিলে তিনি দেন এবং তাঁহার দ্বারে আঘাত হানিলে তিনি দরজা খুলিয়া দেন। কেহ কাজ করিলে আমরা একবার এবং সীমাবদ্ধ পুরুস্কার দিই। কিন্তু আমরা আল্লাহ্তায়ালার বিধানে কোন কাজ করিলে, তিনি আমাদিগকে বার বার পুরুস্কার দেন এবং উত্তরোত্তর আমাদিগের পুণ্যকর্ম করিবার শক্তি চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়াইয়া দেন। আমরা কিছু যত্ন করিয়া একটি আমের চারা তুলিলে, উহা বৃক্ষে পরিণত হইয়া বার বার বহু সংখ্যায় আম দিতে থাকে এবং প্রত্যেক আমের আঁটি হইতে আবার আমরা অনুরূপ ফলদানকারী বৃক্ষ পাইতে পারি। ইহা মাত্র একটি দৃষ্টান্ত। আধ্যাত্মিক ব্যাপারে আল্লাহ্-তায়ালার এই গুণ কেবল বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলদের

জন্য কার্যকরী। ইহার পূর্ণ প্রকাশ পরকালে হইবে। আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইহ জগতে ইহার আংশিক প্রকাশ হইয়া থাকে। ইহা পরলোকের প্রতিজ্ঞা পূরণের সাক্ষ্য স্বরূপ হইয়া থাকে। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার এই গুণে আরও সীমাবদ্ধ হইয়া আমাদিগের নিকট প্রকাশিত। সেই জন্য এই গুণে তাঁহাকে আমরা আরও সুস্পষ্ট আকারে উপলব্ধি করিতে পারে।

মালেকে ইওমিদ্দীন, বিচার দিন বা সময়ের প্রভু। আরবীতে ইওম শব্দের অর্থ এক মুহূর্ত হইতে পঞ্চাশ হাজার বৎসরের কালকে বুঝায়। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের কাজের প্রকার ভেদে কোন কাজের বিচার এক মুহূর্তে, কোনটির ঘণ্টায়, কোনটির এক দিন, কোনটির বছরে ইত্যাকার ভাবে এবং কোন কাজের বিচার পরলোকে এবং সকল কাজের চরম বিচার পরলোকে করিয়া থাকেন। বিচারের গুণে একান্ত সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালা নিজেকে আমাদিগের নিকটে প্রকাশ করেন। ইহা বিশ্ববাসীগণের জন্য পুরস্কারের আকারে এবং অবিশ্বাসীগণের জন্য শাস্তির আকারে অবতীর্ণ হয়। নবী এবং তাঁহার জামাতের বিজয় এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধবাদীগণের বিনাশ এই গুণের প্রকাশের চরম দৃষ্টান্ত। শক্ত বিরোধীগণ জগদ্বাসীর নিকট এই গুণের চরম নিদর্শন-স্থল হইয়া থাকে। ফেরাউন, হামান, নমরুদ, আবু জেহেল ইত্যাদি সত্যের দুশমনগণের ভীতিপ্রদ শাস্তি আল্লাহ্‌তায়ালার বিচারের চরম দৃষ্টান্ত। সুতরাং আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার বিচারের গুণে আমাদিগের নিকট সর্বাপেক্ষা উত্তমাকারে প্রকাশিত এবং সেই জন্য এই গুণে তাঁহাকে আমরা সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টাকারে উপলব্ধি করিতে পারি। সাধারণতঃ আল্লাহ্‌তায়ালার এই গুণ অত্যন্ত প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করিতেছে এবং ইহলোকে এই গুণের প্রকাশ অত্যন্ত অল্প। এইগুণ একান্তভাবে মানবের ক্রিয়া কর্মের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট। তাহার সঞ্চিত কর্মের পূর্ণ ফল মালেকে ইওমুদ্দীন পরলোকে দিয়া থাকেন। ইহ জগতে ধনী বা দরিদ্র হওয়ার সহিত এই গুণের বিকাশের সম্বন্ধ নাই। ধনীকে ধন দিয়া এবং গরীবকে অভাব দিয়া পরীক্ষা লওয়া হয় এবং প্রত্যেকের কর্মের ফল পরলোকে মালেকে ইওমিদ্দীনের গুণের অধীনে দেওয়া হয়।

আল্লাহ্‌তায়ালার উক্ত চারিটি গুণের ভিত্তিতে এই বিশ্ব খাড়া রহিয়াছে। আল্লাহ্‌তায়ালার অপরাপর গুণগুলি উক্ত চারিটি মৌলিক গুণের শাখা প্রশাখা স্বরূপ। আল্লাহ্‌তায়ালার উক্ত চারিটি গুণ ভিত্তিস্তম্ভ স্বরূপ ইহলোকে সৎ ও অসৎ বক্তিবর্গকে মিলিত ভাবে প্রতিপালন করিয়া যাইতেছে। পরলোকে যেহেতু সৎ ও অসৎ ব্যক্তিবর্গ পৃথকভাবে বেহেস্তে এবং দোযখে বাসাধিকার পাইবে, সেই জন্য সেখানে আল্লাহ্‌তায়ালার উক্ত চারিটিগুণ ভিন্ন পরিবেশে ভিন্নভাবে সৎ এবং অসৎ আত্মাগণের প্রতিপালন করিবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা এই কথাই রূপকে বলিয়াছেন।

و يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمنية ٥

"এবং তাহাদিগের উপর সেদিন আট ফেরেস্তা আল্লাহ্‌র আরশকে বহন করিবে।"

(সুরা আলহাক্কা, ১ম রুকু)।

আল্লাহ্‌তায়ালার উক্ত চারিটি মৌলিক গুণের দুই স্থানে বিবিধ প্রকারের প্রকাশনাকে রূপকভাবে আট ফেরেস্তায় তাঁহার আরশকে বহন করার কথা বলা হইয়াছে।

আসুন! এখন আমরা সুরা ফাতেহার উদ্ধৃত আয়াতগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করি। শেষাংশে অর্থাৎ নিম্ন দেশে দাঁড়াইয়া বান্দা আল্লাহ্‌কে লাভ করার পথ চাহিতেছে। মধ্যাংশে তাঁহার সম্মুখে আল্লাহ্‌তায়ালার চারি গুণের একটি সিঁড়ি খাড়া করা

আছে। প্রথমাংশে অর্থাৎ উর্ধদেশে সকল প্রশংসার অধিপতি আল্লাহ্ বিরাজমান। আল্লাহ্তায়ালা যখন বান্দার দিকে নামিয়া আসেন, তখন প্রথম ধাপ রবুবীয়তের, দ্বিতীয় ধাপ রহমানিয়াতের, তৃতীয় ধাপ রহীমিয়তের এবং চতুর্থ ধাপ সকল প্রশংসার অধিকারী আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার প্রতি মুহূর্তের অনন্ত বিস্তৃত অতিদানের আলোক ভূষণে যখন প্রথম ধাপে নামিয়া আসেন, তখন বান্দা এরূপ আলোকাভিভুত হইয়া পড়ে যে, সে চক্ষু মেলিয়া তাকাইতে পারে না। এই জন্য আল্লাহ্তায়ালা এই ধাপে সাধারণের দৃষ্টিতে অদৃশ্য। ইহার পর যখন তিনি বান্দার জন্য অযাচিত দাতার ভূষণে দ্বিতীয় ধাপে নামিয়া আসেন, তখন অপেক্ষাকৃত কম আলোকের পরিবেশে, তিনি কিছু দৃশ্যমান হন। তৃতীয় ধাপে যখন তিনি সৎকর্মের পুরস্কার দাতারূপে আরও কম আলোকের ভূষণে নামিয়া আসেন, তখন তিনি অনেক পরিমাণে দৃশ্যমান হন এবং তিনি যখন চতুর্থ ধাপে নবীগণের বিজয় এবং বিরুদ্ধবাদীদের শাস্তি প্রদানের অগ্নিময় মুর্তিতে নমরূদ ফেরাউন, হামান, আবুজেহেল ইত্যাদি ব্যক্তি বিশেষ এবং আদ, সমুদ, ও লুত জাতিবর্গের ধ্বংস স্তূপের উপর প্রকাশিত হন, তখন তিনি সর্বসাধারণের নিকট সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হন।

পক্ষান্তরে বান্দাকে আল্লাহ্তায়ালার দিকে আগে বাড়িতে নিম্নদেশ হইতে উর্ধের দিকে যাইতে হয়। বান্দার যাত্রাপথের প্রথম ধাপ বিচারকের, দ্বিতীয় ধাপ রহীমিয়তের, তৃতীয় ধাপ রহমানিয়তের এবং চতুর্থ ধাপ রবুবিয়তের। ইহার পর খোদালাভ ঘটে।

আল্লাহ্তায়ালা যখন বান্দার দিকে আসেন, তখন তিনি ক্ষুদ্র হইয়া আসেন এবং বান্দা যখন আল্লাহ্তালার দিকে অগ্রসর হয়, তখন সে ক্রমঃ প্রসারশীল হইয়া আগাইয়া যায়।

সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র মানবকেই আল্লাহ্তায়ালা উক্ত চারিটি তথা তাঁহার সকল গুণের প্রকাশ ক্ষমতা এবং প্রকাশের উপকরণ ও ব্যবস্থা দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তদহেতু মানব তাহার কর্মের জন্য খোদার নিকট দায়ী এবং সেইজন্য তাহার পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা।

এখন আল্লাহ্তায়ালার উল্লিখিত চারিটি গুণের কি ভাবে অনুশীলন করিলে, আমরা আল্লাহ্তায়ালাকে লাভ করিতে পারিব, তাহার আলোচনা করিব।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি আল্লাহ্তায়ালার দিকের যাত্রাপথে আমাদিগের প্রথম পদ বিচারকের ধাপে রাখিতে হইবে। প্রশ্ন হইতে পারে, মানুষের বিচারক হইবার কি যোগ্যতা আছে এবং যদি যোগ্যতা থাকে তাহা হইলে আল্লাহ্কে লাভ করিবার জন্য ঐ ক্ষমতার কি ভাবে পরিচালনা করিতে হইবে? আমরা মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা করিলে দেখিতে পাই যে, উল্লিখিত জ্ঞান-সম্পন্ন শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্যন্ত, মূর্খ হউক বা জ্ঞানী, প্রত্যেকে সদা বিচারকের আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছে। সম্মুখে কাহাকেও কোন কিছু করিতে বা কোন ঘটনা ঘটিতে দেখিলে অথবা কাহারও সম্বন্ধে বা কোন ঘটনার বৃতান্ত শুনিলে, দর্শক বা শ্রোতা, ব্যক্তি বা ঘটনার বিষয়ে অবিলম্বে ভাল বা মন্দ এক বিচার করিয়া বসে। বিভিন্ন ব্যক্তির বিচার বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে, কিন্তু প্রত্যেকের মনে ঠিক হউক বা ভুল হউক একটা বিচার হইয়া যাইবে। এমন কি আদালতে বিচারাসনে বসিয়া জজ যখন আসামীকে ফাসির হুকুম দেয়, তখন সেই আসামীও জজের রায়ের ন্যায্যতা বা অন্যায্যতা সম্বন্ধে অবিলম্বে নিজ মনে রায় দিয়া ফেলে। ইহাকে চিন্তার স্বাধীনতা বলে। দুনিয়ার কোন বাদশাহ বা কোন বিচারক মানব মনের এই বিচার ক্ষমতাকে কাড়িয়া লইতে পারে না। ইহা বান্দার প্রতি খোদাদত্ত দান। পিতা যেমন আপন সন্তানকে ভবিষ্যৎ জীবনের দায়িত্ব পালন উপযোগী শিক্ষা জবরদস্তি ভাবে দিয়া থাকে, পরে সে উহার সদ্ব্যবহার বা অপব্যবহার, যাহাই করুক না কেন, তেমনি আল্লাহ্তায়ালাও তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য প্রত্যেক

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

মুনাজাত

(সুরা ফাতিহা অনুসরণে)

মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার।

কুল আলমের রাজ-অধিরাজ ওগো প্রভু প্রেমময়,
লহো, ইবাদৎ লাহো আরবার হে চির করুনাময়।
আমরা তোমার কত যে আপন
জানো, জানো তুমি, জানো হে রাজন
এই মানবের জানালো সিজ্‌দা তোমারি ফেরেশতায়।
ভালবেসে দি'ছ মানব জীবন, পরিবার পরিজন ;
দিয়েছ আলোক, মলয়-শান্তি ছন্দিত তনু মন।
তোমার দানের নাহি পরিসীম,
রহমান তুমি, তুমি যে রহিম—
বিলা'তে বিভব, করনি হিসাব হে দয়াল দয়াময়।
তোমার আদিও অন্ত কিছুই আমরা ভেবে না পাই,
সংশয় জাগে কি জানি কি ঘোরে তোমারে না ভুলে যাই।
এই মানবেরে সেই ইবলিশে—
করে নি বরণ তোমার আদেশে,
সে-ই মোরে পিছে ভুলাতে আমায় সুচতুর ছলনায়।
কত পাপ ভুলে করি পলে পলে জান অন্তর্যামী,
মহা বিচারের মহা দিবসের মালিক হে প্রভু তুমি !

ঝরে আঁখি ধার মোরা গোনাগার,
কাঁদে ভীরুমন দুয়ারে তোমার ;
দিবস, রজনী রহি যে পড়িয়া তোমারি হে সিজদায়।
তোমারি যে মোরা করি ইবাদাৎ সব ভুলে নিশি দিন ;
তোমারি সকাশে যাচি হে সহায় রব্বুল আলামিন।
হে দয়াল প্রভু ত্রিলোক তারণ—
মোরা শুধু চাই তোমারি স্মরণ ;
তোমারি বাসনা রূপায়িত কর আমাদেরি সাধনায়।
হে পরিচালক লও গো মোদেরে সেই সে তোমারি পথে,
যাহে চলি হলো ভূষিত মানব সালেহ, শাহাদাতে
যে পথে মানব পেলো সাদাকাৎ—
যে পথে সাধক পেলো নবুয়ৎ,
সেই সে পথের দাও ইনামত—আর কোন কিছু নয়।
দিয়োনা হেরিতে ইবলিশ কায়, বিতাড়িত কর তারে,
"মাগযুব" আর "জাল্লিনী" পথ হতে রাখ দূর দূরে।
জীবন তাদের অভিশাপে ভরা
চিরানু তপ্ত বিদগ্ধ তারা—
নিয়োনা, নিয়োনা, নিয়োনা সে পথে হে প্রেমিক প্রেমময়।

(আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্বের অবশিষ্ট)

মানবকে বিচার ক্ষমতা দিয়াছেন, যেন সঠিক পন্থায় ইহার অনুশীলন করিয়া সে আল্লাহ্‌তায়ালাকে লাভ করিবার পথে আগে বাড়িতে পারে।

বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী, সৎ এবং অসৎ প্রত্যেকেই বিচার শক্তির অধিকারী। এই শক্তিকে আমরা কি ভাবে পরিচালিত করিব। ইহার উত্তর সহজ। আমাদিগকে আল্লাহ্‌র রঙে রঙিন হইতে হইবে, অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালা যেভাবে মানুষের বিচার করেন, আমরা যেন সেই ভাবে বিচার করি।

আমরা অধিকাংশ সময়ে কোন বিষয়ের অগ্র পশ্চাৎ না দেখিয়া মন্তব্য বা বিচার করিয়া বসি। আল্লাহ্‌তায়ালা যদি এইভাবে বিচার করিতেন, তাহা হইলে এক মুহূর্তের জন্যও জগত চলিত না। চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া যাইত। বিচারের নিয়ম হইল কোন বিষয়ের আগাগোড়া তদন্ত করিয়া, তবে ফয়সালা গ্রহণ করা। দেশের আদালতে এইভাবে বিচারের একটা চেষ্টা আছে। তাই সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা কায়েম থাকে। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালার বিচার পদ্ধতি নিখুঁত। তাঁহার বিচার পদ্ধতির বৈশিষ্টগুলি নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম। (চলবে)

★

হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ)-প্রদত্ত

খোতবা

[১]

এবাদতের এগারটি অপরিহার্য দায়িত্ব

অনুবাদ ঃ—আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ

মসজিদ মোবারক, রাবওয়া, ৯ই হিজরত ১৩৪৮ পাঠের পর হুজুর কুরআন করীমের নিম্নলিখিত আয়াত

و ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين ٥
و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون
(الذاريات : ٥٦ ٥٧)
و امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له
الدين حنفاء و يقيموا الصلوة و يؤتوا الزكوة
و ذالك الدين القيمة - (البينة : ٦)

অতঃপর হুজুর বলেন ঃ—

তেলাওয়াত কৃত আয়াত সমূহ সম্বন্ধে আমি পূর্ববর্তী খোৎবাগুলিতে বলিয়াছিলাম যে, উহাদের মধ্যে আল্লাহ্তায়ালা মানব সৃষ্টির এই উদ্দেশ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন যে, বান্দা এবং তাহার সৃষ্টিকর্তার মধ্যে যেন عبودیت বা পরিপূর্ণ আনুগত্য মূলক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁহার বান্দারা যেন তাঁহারই এবাদত করে। অতঃপর বলা হইয়াছে যে, এবাদত বলিতে সেই প্রকারের এবাদত বুঝায় না, যাহা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা নিজেদের কল্পনা-জল্পনা, কিম্বা বিকৃত শিক্ষা অনুসারে বুঝিয়া থাকেন ও পালন করিয়া থাকেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুনিয়াতে কোন কোন ধর্ম এমনও আছে, যাহার অনুসারীগণ সপ্তাহে একবার হিঃ শাঃ—তাশাহুদ, তায়ায়ুয এবং সূরা ফাতেহা সমূহ পাঠ করেন ঃ—

কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন বিশেষ স্থানে একত্রিত হইয়া এবাদত করাকে যথেষ্ট মনে করেন এবং তাহারা মনে

করেন যে, উক্তরূপে তাহারা সেই হক পালন করিয়াছেন,

যাহা আল্লাহ্‌তায়ালা স্রষ্টা, প্রতিপালক, অযাচিত অনন্ত প্রদাতা, পূণঃ পূণঃ করুণাকর সুফলদাতা এবং সর্বাধিকারী হিসাবে আমাদের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। আবার কোন কোন ধর্ম এমনও আছে, যাহাতে সপ্তাহে কোন একদিনও নির্দিষ্ট স্থানে একত্র হইয়া এবাদত করা বাধ্যতামূলক হিসাবে নির্দ্ধারিত করা হয় নাই। আর কোন কোন লোক মনে করেন যে, শুধু কল্পনার ভিতর দিয়া আল্লাহ্‌তায়ালাকে স্মরণ করিয়া লওয়াই যথেষ্ট হইয়া থাকে এবং তাহা হইলেই বান্দার উপরে তার রব্বের পক্ষ হইতে আরোপিত সমস্ত হক যেন মার্জনীয় হইয়া যায় এবং ততসম্পর্কীয় সমস্ত দায়িত্বও যেন সমাধা লাভ করে।

আল্লাহ্‌তায়ালা কুরআন করীমের এই আয়াত গুলিতে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যখন তিনি বলেন যে, যেহেতু আল্লাহ্‌র এবাদতের জন্যেই মানুষের সৃষ্টি সেইহেতু হে মানব মণ্ডলী! তোমরা তাঁহার এবাদত করিবে, তখন এই নির্দ্দেশের অর্থ আল্লাহ্‌র নিকট ইহাই হইয়া থাকে যে, তোমরা যেন তাঁহার এবাদত উক্ত আয়াতে উল্লিখিত مخلصين لـه الـدين বাক্যানুসারে (অর্থাৎ, তাঁহারই জন্য দীনকে সম্পূর্ণভাবে নিদিষ্ট করিয়া) পালন কর। আমি পূর্বে ইহা ব্যক্ত করিয়াছি যে, আল্লাহ্‌র এই বাক্যটি মানবের উপর এবাদত প্রসঙ্গে এগারটি দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য নির্ধারণ করে।

সংক্ষিপ্তভাবে (যদিও এখন যাহা বলিব বা বলিতেছি, তাহা অপেক্ষা কিছুটা বিস্তারিতভাবে) আমি আমার পূর্ববর্ত্তী খোৎবাগুলিতে সেই এগারটি দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমার মতামত ও বক্তব্য বর্ণনা করিয়াছিলাম। এখন আমি دين (দীন) শব্দের বিভিন্ন অর্থ অনুসারে উক্ত বাক্যটি আল্লাহ্‌র প্রত্যেক প্রেমিক বান্দার উপর যে এগারটি দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যন্যস্ত করে, সেগুলির অতি সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করিতেছি।

(১) এবাদত শুধু আল্লাহ্‌তায়ালার জন্যই নির্দ্দিষ্ট। তাঁহাকে তাঁহার সত্ত্বায় ও গুণে এক ও অদ্বিতীয় হিসাবে বিশ্বাস তাঁহার এবাদত ও আরাধনা করিতে হইবে। প্রকাশ্য হউক বা প্রচ্ছন্ন, দৃশ্যভাবে হউক বা অদৃশ্যভাবে কোন প্রকার শির্‌ক পোষণ করিবে না। কোন কিছুকে বা কাহাকেও সম্মান ও ভক্তি এবং মর্যাদার এমন স্তরে সমাসীন করিবে না, যাহা শুধু আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য ও তাঁহারই অধিকার।

(২) مخلصين لـه الدين—এর দ্বিতীয় অর্থ হইতেছে এই যে, আল্লাহ্‌তায়ালার এবাদত এমনভাবে কর যে, আনুগত্য ও আজ্ঞানুবর্ত্তীতা যেন শুধু আল্লাহ্‌রই জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়। আল্লাহ্ ভিন্ন অপর সকলের দাসত্বের শিকল ছিন্ন করিয়া দাও। আল্লাহ্‌তায়ালার বান্দা হিসাবে অপর সকলের বাঁধন হইতে নিজকে মুক্ত করিয়া শুধু তাঁহারই দাসত্ব ও বন্দেগীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া নিজেদের জীবন অতিবাহিত কর। তদুপোরি, আল্লাহ্‌তায়ালার আনুগত্যও যেন আল্লাহ্‌তায়ালারই উদ্দেশ্যেই করা হয়। আর বান্দার যে আনুগত্য করিতে হয়, উহাও যেন আল্লাহ্ ভিন্ন অপরের চাপে কিম্বা কুমতলবে ও অসৎউদ্দেশে সম্পাদিত না হয়; এবং উহা যেন আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দ্দেশাবলীর আলোকে অনুষ্ঠিত হয়।

(৩) প্রকৃত ও বিশুদ্ধ এবাদতে যে তৃতীয় দায়িত্ব নিহিত আছে, তাহা এই যে, নিজেদের চারিত্রিক গুণাগুণ আল্লাহ্‌তায়ালার ঐশী গুণাবলীর ছাঁচে গড়িয়া তুল। কেননা, دين (দীন) শব্দের এক অর্থ হইল স্বভাব-চরিত্র। আল্লাহ্ ভিন্ন অপর কাহারও স্বভাব-চরিত্রের কোন অশুভ ছাপ তোমরা তোমাদের সমুজ্জল চরিত্রপটে কখনও পড়িতে দিবে না, তোমাদের জীবনে যে সব আখলাক বা চারিত্রিক গুণাগুণের অভিব্যক্তি ঘটে, সে সমস্তই যেন আল্লাহ্‌তায়ালার আখলাক বা গুণরাজীর প্রতিচ্ছায়া ও প্রতিবিম্ব সরূপ হয়; তথা আপন আপন যোগ্যতা ও ক্ষমতা অনুসারে নিজদিগকে আল্লাহ্‌র রঙে রঙিন করার চেষ্টা কর।

(৪) مخلصين لة الدين বাক্যটিতে সঠিক ও সুষ্ঠু এবাদতের যে চতুর্থ দায়িত্ব বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এই যে, সমস্ত নিষ্ঠা ও পরহেজগারী ও নিঃস্বার্থতা আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত। কেননা 'দীন' শব্দের অর্থ ورع (ওরা) ও হইয়া থাকে।

(৫) আল্লাহ্তায়ালার খালেস ও খাঁটী এবাদত তাঁহার বান্দাগণের উপর এ দায়িত্বও ন্যস্ত করে যে, তাহারা যে, যে গণ্ডীতে শাসন ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী হয়—শাসন ও ক্ষমতা বলিতে শুধু রাজত্ব বা রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অধিকারই বুঝায় না, বরং পরিবারের মধ্যেও একজন হাকেম বা শাসক থাকে, যাহাকে নবী করীম (সাঃ আঃ) راعى (মেষ পালক বা অভিবাবক) বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন; প্রত্যেক মানুষের প্রভাব খাটাইবার একটি গণ্ডী থাকে, যাহার অভ্যন্তরে তাহার ইচ্ছা কার্যকরী হয়; অতএব বলা হইয়াছে যে, যে গণ্ডীতে তোমাদের ইচ্ছা কার্যকরী হয়, তোমরা চেষ্টা করিবে, সেখানে তোমাদের ইচ্ছা পূর্ণ না হইয়া বরং আল্লাহ্র ইচ্ছা পূর্ণ হয়; নিজেদের বাসনা কামনা চরিতার্থে, কিম্বা আল্লাহ্ ভিন্ন অপরাপরকে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে কোন কাজ যেন না কর এবং কোন আদেশ বা নির্দেশও যেন না দাও।

(৬) دين দীন শব্দের ষষ্ঠ অর্থ ইহা বলা হইয়াছিল যে, তোমাদের মধ্যে এমন সব অভ্যাস যেন গড়িয়া উঠে, যাহার ফলে তোমরা আল্লাহ্-তায়ালার সন্তুষ্টি লাভ করিতে পার। পারিপার্শ্বিকতার কুপ্রভাব খারাপ অভ্যাস সৃষ্টির কারণ হইয়া থাকে। এজন্য পারিপার্শ্বিকতার কুপ্রভাব হইতে নিজদিগকে আল্লাহ্তায়ালার নির্দেশিত পথে চলিয়া তাঁহার রেজামন্দী হাসেলের জন্য নিজেদের মধ্যে উত্তম অভ্যাস সমুহ গড়িয়া তুল এবং উহাদিগকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য যত্নবান হও।

(৭) সপ্তম আদেশ এই যে, তোমাদের আধিপত্য লাভ হইলে তোমরা তখন আল্লাহ্তায়ালার আদেশাবলী অনুসারেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে।

(৮) অষ্টম বিষয় এই যে মানুষের ইহ জীবনটি কার্যসিদ্ধির নানাবিধ চেষ্টা-কৌশল ও তদবিরের সমষ্টি বিশেষ। অনেক কাজ এমন আছে যেগুলি আমরা অভ্যাস হিসাবে করিয়া থাকি; উহাদিগকে চেষ্টা-কৌশল বা তদবির বলিয়া ধরা হয় না। অথচ দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইহাও একটি তদবির যে গ্রীষ্ম-কালে প্রত্যুষে উঠিয়া ঠাণ্ডা পানি খাওয়ার জন্য আমরা পানির ভরা কলস রাত্রিবেলায় ঘরের বাহিরে খোলা বাতাসে রাখি। কিন্তু এরূপ করাটা এমন ভাবে আমাদের অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে যে, ইহার সম্বন্ধে কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলে সে একথাই বলিবে ইহা কি কোন সুচিন্তিত চেষ্টা? বস্তুতঃ প্রত্যেক কাজ যাহা আমরা করিয়া থাকি, উহা প্রকৃত পক্ষে তদবির বা চেষ্টা। কেননা উহা হইতে ভবিষ্যতে ফল উদ্ভাবিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, গৃহিণী সকালবেলায় নাস্তা প্রস্তুত করেন ইহাও একটি তদবির বা প্রচেষ্টা, যাহার উদ্দেশ্য হইল খালি পেটে মানুষ যেন কিছু খাইতে পায়। নবী করীম (সাঃ আঃ)-এর নিয়ম ছিল যে, তিনি গৃহকর্মাদিতে গৃহিনীর সহায়তা করিতেন। যদি স্বামী, উদাহরণ স্বরূপ, বাসন-পাত্র ধুইতে আরম্ভ করে, অথবা তাহারা যদি একত্রে বসিয়া খায়, তাহা হইলে সে যদি বাসন-পাত্র খাওয়ার জায়গা সাজায়, বা অন্য কাজ করে, তাহা হইলে তাহার প্রত্যেকটি কাজই তদবির বা চেষ্টা হিসাবে গণ্য হইবে। তেমনি ভাবে এক গ্রাস খাদ্যও নষ্ট হইতে না দেওয়া, ইহাও তদবির। কেননা ইহার দ্বারা আর একজন ভ্রাতার উপকার হইতে পারে। নবী করীম (সাঃ আঃ) বলিয়াছেন যে, যতখানি খাইয়া শেষ করিতে পার, ততখানি

খাবারই পাত্রে লইবে। তাহার অতিরিক্ত লইবে না। আমাদের দেশে এই কদাচার প্রচলিত আছে যে, বহু লোক অতিথির পাতে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী অতিরিক্ত খাবার ঢালিয়া দেয় এবং ইহা চিন্তা করে না যে, উহার ফলে নবী করীম (সাঃ আঃ)-এর একটি নির্দেশের অবমাননা হইবে।

দুই বৎসর পূর্বের কথা, আমি রাওয়ালপিণ্ডি গিয়াছিলাম। সেখানে এক বন্ধু নিমন্ত্রণ স্বরূপ রান্না করা খাবার লইয়া আসিলেন। আমি উহা হইতে আমার প্রয়োজন অনুসারে খাবার পাত্রে তুলিয়া লইলাম। তাঁহার গিন্নী বাহিরে দাঁড়াইয়া সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখিতেছিলেন যে, তাঁহার রান্না করা খাবার আমি পেট ভরিয়া খাই, না পেট ফাটাইয়া খাই। তিনি নিজেকে আর সামলাইতে পারিলেন না, ভিতরে আসিয়া বলিলেন—"আমি একজন গ্রাম্য স্ত্রীলোক, আমি আমার ইচ্ছা মত পরিমাণে খাবার আপনার পাত্রে ঢালিব।" আমি তাঁহাকে বলিলাম,—"আপনার ইচ্ছা আপনি পূর্ণ করুন, আমি ত আমার যতটুকু খাওয়ার প্রয়োজন, ততটুকুনই খাইব।" কিন্তু ইহার ফলে অনেক সময় খাদ্য নষ্ট হয় (যদিও সেই অবশিষ্ট খাদ্য সম্ভবতঃ নষ্ট হয় নাই, কেননা হয়ত উহা তাঁহারা প্রীতির সহিত নিজেরা খাইয়াছেন)।

মোটকথা, নবী করীম (সাঃ আঃ) বলিয়াছেন যে, তদবিরই তোমরা করিবে, তাহা আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করিবে। প্লেটে খাবার তুলিয়া দেওয়া ইহাও একটি তদবির। আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য ততটুকু খাবার তুলিয়া দিবে, যতটুকু অতিথি খাইতে পারে। লোক দেখানোর জন্য অতিথিকে খাবার তুলিয়া দেওয়া, কিম্বা যতটুকু ক্ষুধা আছে তাহার তুলনায় কম খাদ্য এই উদ্দেশ্যে লওয়া যে, লোকে যেন মনে করে যে সে খুব এবাদত বন্দেগী করে এবং খাওয়ার প্রতি সে আসক্ত নহে। অতঃপর যখন লোকালয় হইতে সে পৃথক হয় তখন সে পেট ভরিয়া লয়। সে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য পাত্রে খাবার তুলে নাই, বরং ইহার দ্বারা সে খোদাতায়ালার অসন্তুষ্টি ক্রয় করিয়াছে এবং তাঁহার সৃষ্ট জীবকে ফাঁকি দিয়াছে। তেমনিভাবে যদি কেহ নিজের ধণের অহঙ্কার প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক অতিথির সামনে একটি করিয়া কাব আনিয়া রাখে, কিম্বা মাথা পিছু এক এক ডেগ রান্না করায় কিম্বা একটি করিয়া উট জবাই করে তাহা হইলে তাহার এইসব তদবিরের মধ্যে কোনটিই আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টি অন্বেষনার্থে হয় না। অতএব অষ্টম দায়িত্ব আমাদের উপর ইহা ন্যস্ত হইয়াছে যে আমরা যেকোন তদবীর বা চেষ্টা করি, তাহা ক্ষুদ্র উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করিয়া হউক, অথবা বৃহৎও গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যে হউক, তাহার প্রকৃত লক্ষ্য আমাদের সম্মুখে ইহাই থাকিবে যে, আমাদের রব্ব যেন আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

(৯) নবম দায়িত্ব এই যে, তোমাদের নিজেদের কার্য্যকলাপ, কিম্বা তোমাদের সেই ভ্রাতাগণ যাহাদিগের শিক্ষা দান ও ভাল করার ভার তোমাদের উপরে ন্যস্ত রহিয়াছে, তাহাদিগের কার্য-কলাপ সম্বন্ধে যখন তোমরা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা কর, তখন উহা তোমরা আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশাবলীর আলোকে সম্পাদন করিবে; অহঙ্কার, ক্রোধ, অভিমান বা ঘৃণার বশবর্ত্তী হইয়া কখনও করিবে না। অনেকে এমন আছে যেমন তাহারা অবাধে বলিয়া ফেলে যে, অমুক অঞ্চলের লোকের মধ্যে অমুক অমুক দোষ রহিয়াছে। ইহাও একটি পর্যালোচনা। কিন্তু ইহার দ্বারা আল্লাহ্‌তায়ালাকে সন্তুষ্ট করা হয় না। আত্ম সমালোচনা হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষ যেন ধীর-স্থিরে ও কাহারো মনে কষ্ট বা আঘাত না দিয়া শুধু আল্লাহ্‌তায়ালার

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

বিশ্ব মুসলীমের জন্য চিন্তার কারণ

[আজ হইতে দ্বাবিংশ (২২) বৎসর পূর্বে হযরত খলিফা সানি (রাঃ)-এর সময়োপযোগী সতর্ক বাণী।]

১৯৪৭ সনের মে মাসে বৃহৎ শক্তি সমূহের সহযোগিতায় যখন ইস্রাইল রাষ্ট্রের গোড়া পত্তন হইল, তখন আহমদীয়া জামাতের ইমাম সৈয়েদানা হযরত মীর্যা বশীরউদ্দিন মাহমুদ আহমদ খলিফাতুল মসিহ সানি (রাজিঃ) বিশ্ব মুসলিমকে এই নুতন বিপদের ব্যাপকতা, ইহার অনিষ্টকারিতা এবং ইহার ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে বিশ্ব মুসলিমকে সতর্ক করিয়া ইহা প্রতিরোধের সঠিক পন্থা সম্বন্ধেও অবহিত করিয়াছিলেন। হুযুর এই প্রসঙ্গে তৎকালে বিশ্ব মুসলিমের নিকট যে কার্যকরী প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, তদ্দৃষ্টে এবং বর্তমানে ইহুদি রাষ্ট্রের পত্তনের কারণে সৃষ্ট বিপদ সমূহ আরও শোচণীয়রূপ ধারণ করায় সেই প্রস্তাবকে কার্যকরী করা আরও অধিক প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই প্রসঙ্গে হুযুর (রাজিঃ)-এর অতি মূল্যবান নির্দেশ সমূহ পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে বর্ণিত হইল।

(১) সেই সময়, যাহার সংবাদ কোরআন ও হাদিসে শত শত বৎসর পূর্বে দেওয়া হইয়াছে, সেই সময়, যাহার সংবাদ তৌরাত ও ইনজিলেও বর্ণিত হইয়াছে এবং সেই দিন, যাহা মুসলমানদের জন্য অতিশয় কষ্টদায়ক ও ভয়াবহ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, মনে হইতেছে তাহা আগতপ্রায়। প্যালিষ্টাইনে ইহুদিগণকে পুণর্বাসন করা হইতেছে। রুশ ও আমেরিকা যদিও একে অপরের শিরশ্ছেদে প্রস্তুত, কিন্তু এই ব্যাপারে দেখা যায় যে, তাহারা একই নৌকার সহযাত্রী। আরও আশ্চর্যের কথা হইতেছে যে, কাশ্মীর প্রশ্নেও তাহারা একতাবদ্ধ ছিল এবং উভয় রাজ্যই ভারত সরকারকে সমর্থন করে। বর্তমানে প্যালেষ্টাইন প্রশ্নে উভয় রাষ্ট্রই ইহুদিদেরকে সমর্থন যোগাইতেছে।

(২) আশ্চর্যের কথা এই যে, একই সময়ে কাশ্মীর ও প্যালেষ্টাইনের বিবাদ আরম্ভ হইয়াছে। ইহাও আশ্চার্যের ব্যাপার যে, কাশ্মীর এবং প্যালাষ্টাইনে একই জাতি আবাদ রহিয়াছে এবং আরও আশ্চার্যের কথা যে, এই জাতির একাংশ

(খোতবার অবশিষ্ট্য)

সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে এবং তাঁহার বান্দাগণকে তাঁহার সান্নিধ্যে আনয়নের জন্য পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার দায়িত্ব পালন করে।

(১০) প্রকৃত এবাদতের দশম দায়িত্ব ইহা ন্যস্ত করা হইয়াছে যে, যখন তোমরা কোন কিছুর মীমাংসা বা বিচার কর তখন উহা যেন আল্লাহ্‌র মীমাংসা ও আদেশাবলী অনুসারে কর।

(১১) একাদশ দায়িত্ব এই যে, প্রতিদান ও বিনিময় গ্রহণ উভয় ব্যাপারে আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশ এবং নবী করীম (সাঃ আঃ)এর আদর্শ ও দৃষ্টান্তকে সম্মুখে রাখিয়া কাজ করা। বিনিময় গ্রহণ করার ব্যাপারে আমি বলিয়াছিলাম (এখন উহা শুধু স্মরণ করাইয়া দিতেছি) যে, দৃষ্টান্ত স্বরূপ, অপরের সহিত সদ্ব্যবহারের বিনিময় গ্রহণ ইসলামে এই নীতি অনুসৃত হইয়াছে যে, তোমরা না বিনিময় পাওয়ার অভিলাষ করিবে, আর না কৃতজ্ঞতা স্বীকৃতির জন্য মনে মনে আকাঙ্খা পোষণ করিবে। যখন তুমি কাহারও উপকার সাধন করিয়াছ, তখন উহার বিনিময়ে তাহার পক্ষ হইতেও কোন উপকার পাওয়ার বা কৃতজ্ঞতা স্বীকারের আশা বা আকাঙ্খা পোষণ করিবে না।

★

মুসলমান হইয়া আজ কাশ্মীরে মুসলমানদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতেছে এবং অপরাংশ প্যালাষ্টাইনে মুসলমানদের সহিত জীবন মরণ সংগ্রামে লিপ্ত আছে। জাতির অর্দ্ধাংশ ইসলামের জন্য জীবন দান করিতেছে এবং অপরাংশ ইসলামকে ধরা পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য জীবন দান করিতেছে। কাশ্মীরের যুদ্ধেও কাশীর অর্থাৎ কাশ্মীরীদের নাম শুনা যায় এবং প্যালাষ্টাইনের যুদ্ধেও কাশ্মীর নগরীর উল্লেখ পুনঃ পুনঃ শুনা যায়। এই কাশ্মীর নামের উপরেই কাশ্মীরের নাম কাশীর রাখা হইয়াছিল এবং বর্তমানে বিকৃত হইয়া কাশ্মীর হইয়াছে অথবা কাশর অর্থাৎ সিরীয়ার মত।

(৩) কাশ্মীরের বিষয়টি পাকিস্তানবাসীদের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু প্যালিষ্টাইনের ব্যাপার সমগ্র মুসলীম জাতির জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কাশ্মীরের আঘাত প্রত্যক্ষ আসিতেছে এবং প্যালিষ্টাইনের আঘাত পরোক্ষ ভাবে। প্যালিষ্টাইন আমাদের প্রিয় প্রভুর অন্তিম বিশ্রামস্থলের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত। তাঁহার জীবদ্দশায় ইহুদিগণ সর্ব প্রকারের সদ্ব্যবহার পাওয়া সত্বেও অতি ঘৃণিত ও নির্লজ্জভাবে তাঁহার বিরোধিতা করিত এবং অধিকাংশ যুদ্ধ এই ইহুদিগের উস্কানিতেই সংঘটিত হইয়াছিল। রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে হত্যা করিবার জন্য পারশ্য সম্রাটকে তাহারাই উস্কানি দিয়াছিল, কিন্তু পরম দয়ালু খোদা তাহাদের মুখে কালিমা লেপন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার দ্বারা তাহারা নিজেদের ঘৃণিত অন্তরের প্রকাশ করিয়া দিল। আহযাব যুদ্ধের কর্তৃত্বভার ইহাদের হস্তেই ছিল। ইতি পূর্বে সমগ্র আরব দেশ এরূপভাবে আর কখনও একতাবদ্ধ হয় নাই। মক্কাবাসীদের মধ্যে শৃঙ্খলা মোটেই ছিল না। মদিনা হইতে বিতাড়িত ইহুদিগোত্র সমুহের কার্যকলাপের ফলেই সমস্ত আরবগণ একতাবদ্ধ হইয়া মদিনার বিরুদ্ধে মাথাচড়া দিয়া দাঁড়য়াছিল। দয়ালু খোদা তাহাদের মুখেও কালিমা লেপন করিয়া দিয়াছিলেন, তথাপি ইহুদিগণ নিজ সাধ্য মতে কোন ত্রুটি বাকী রাখিল না। মক্কাবাসীগণ রসুল করীম (সাঃ)-এর শত্রু ছিল বটে কিন্তু প্রবঞ্চনা মূলে কখনও তাঁহার জীবন নাশের চেষ্টা করে নাই। তায়েফ যাওয়ার কারনে আইনতঃ তিনি নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছিলেন; কিন্তু যখন তিনি মক্কায় ফিরিয়া আসিলেন, তখন মক্কাবাসীদের মধ্য হইতে জনৈক তাঁহার ঘোর শত্রু তাঁহার সাহায্যার্থে আগাইয়া আসিল এবং মক্কাবাসীদের নিকট ঘোষণা করিল যে, মোহাম্মাদ (সাঃ)-কে আমি নাগরিক অধিকার প্রদান করিলাম এবং সে নিজ পঞ্চ পুত্রসহ হুযুর (সাঃ)-এর সহিত মক্কায় প্রবেশ করিল এবং নিজ পুত্রদিগকে বলিল যে, যদিও মোহাম্মাদ (সাঃ) আমাদের শত্রু তথাপি আরবের শালীনতায় ইহাই বলে যে, যখন তিনি আমাদের সাহায্যে মক্কায় প্রবেশ করিতে চাহিতেছেন, তখন তাঁহার প্রার্থনা পুরণ করাই আমাদের কর্তব্য, নতুবা আমাদের মর্যাদা থাকিব না। সে নিজ পুত্রদিগকে বলিল যে, যদি কোন শত্রু তাঁহার প্রতি আক্রমন করিতে আসে, তবে তাহাদের সকলের মৃত্যুর পূর্বে যেন কেহ তাঁহার নিকটবর্তী হইবার দুঃসাহস করিতে না পারে। এইরূপ ছিল মর্যাদাশীল আরব শত্রু। ইহার বিপরীত সেই দুর্ভাগা ইহুদি জাতি, পবিত্র কোরআন যাহা-দিগকে মুসলমানদে সর্ব প্রধান শত্রু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে, রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে তাহারা নিজ বাড়িতে ডাকিয়া নিয়া এবং শান্তি প্রস্তাবের ধোকা দিয়া বাড়ির ছাদ হইতে তাঁহার উপর জাঁতার পাট নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু খোদাতায়ালা তাহাদের এই দুরাভিসন্ধির কথা তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন এবং তিনি নিরাপদে

ফিরিয়া আসিলেন। ইহুদি জাতির জনৈকা স্ত্রীলোক তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া বিষ-মিশ্রিত খাদ্য খাওয়ায়; কিন্তু খোদাতায়ালা তাঁহাকে এ যাত্রাও রক্ষা করিলেন। কিন্তু ইহুদি জাতি তাহাদের অন্তরের পরিচয় প্রদান করিল। ইহারাই সেই শত্রু, যাহারা, মদিনারই নিকটবর্তী এলাকায় এক শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে চাহিতেছে। সম্ভবতঃ এই আশায় যে, নিজেদেরকে যথেষ্ট শক্তিশালী করিয়া পরে মদিনাভিমুখে অগ্রসর হইবে। যে সমস্ত মুসলমান মনে করে যে, উহার সম্ভাবনা খুব দুর্বল, তাহাদের নিজেদের বুদ্ধিই দুর্বল। আরবগণ এই সত্যকে বুঝে। তাহারা জানে যে, ইহুদিগণ এখন আরবদিগকেই আরব ভূমি হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টায় আছে, তাই তাহারা (আরব) নিজেদের ভিতরের সমস্ত ঝগড়া বিবাদ ও বিভেদকে ভুলিয়া যাইয়া এবং একতাবদ্ধ হইয়া ইহুদিদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আরবদের কি সেই শক্তি ও ক্ষমতা আছে? এই ব্যাপারটা কি শুধু আরবদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? ইহা সর্বজন বিদিত যে, না আরবদের সে ক্ষমতা আছে এবং না ব্যাপারটা শুধু আরবদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রশ্ন প্যালিষ্টাইনের নহে, প্রশ্ন হইতেছে মদিনার। প্রশ্ন শুধু জেরুজালেমের নহে, প্রশ্ন হইতেছে পবিত্র মক্কার। এখানে প্রশ্ন যায়েদ বা বকরের নহে, প্রশ্ন হইতেছে মোহাম্মাদ রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর মর্যাদার। শত্রুগণের নিজেদের মধ্যে বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও তাহারা আজ ইসলামের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে একতার সহস্র কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কি তাহারা এই সময় একতাবদ্ধ হইবে না?

(৪) এখন চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে যে, আমরা কি পৃথক পৃথক ভাবে মরিতে চাই না সকলে একতাবদ্ধ হইয়া বিজয় লাভের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করিব। আমি মনে করি যে, সময় আগত এবং মুসলমানদিগকে মীমাংসা করিতে হইবে যে, হয়ত শেষ চেষ্টা করিয়া নিজেদের জীবন বিসর্জন করিবে নতুবা ইসলামের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকারের ষড়যন্ত্রকে চিরতরে শেষ করিবে। মিসর, সিরিয়া এবং ইরাকের মিলিত বিমান শক্তি একশত বিমানের অধিক হইবে না, কিন্তু ইহুদিরা তদপেক্ষা দশগুণ অধিক শক্তি অতি সহজেই সংগ্রহ করিতে পারিবে।

যাহা হউক মুসলীম জগতকে রুশ ও আমেরিকা উভয়ের সহিত শক্তি পরীক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু বুদ্ধি ও কৌশল দ্বারা, ঐক্য এবং একতা প্রতিষ্ঠার দ্বারা। আমি মনে করি যে, পৃথিবীতে এখনও যত মুসলমান আছে, তাহারা যদি সকলে মরিতে প্রস্তুত হয়, তবে কেহই তাহাদিগকে মারিতে পারিবে না। কিন্তু আমার এই আশা কতটা সফল হইবে, তাহা আল্লাহ্‌তায়ালাই ভাল জানেন।

(৫) আজ প্রস্তাব দ্বারা কোন কাজ হইবে না, আজ শুধু আত্মত্যাগ দ্বারাই কাজ হইবে। যদি পাকিস্তানের মুসলমান সত্যই কিছু করিতে চায়, তবে নিজ সরকারকে অবহিত করুন যে, আমাদের সম্পত্তির ন্যূনকল্পে এক শতাংশ আপাততঃ তাঁহারা গ্রহণ করুন। পাকিস্তান একশতাংশ দ্বারাই এ কাজের জন্য একশত কোটি টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবে এবং একশত কোটি টাকা দ্বারা মুসলিম দেশ সমূহের বহু সমস্যার মীমাংসা করিতে পারিবে। পাকিস্তানের এই কোরবানীর দ্বারা অন্যান্য দেশ উদ্বুদ্ধ হইয়া, তারাও কোরবানী করিবে। এবং এই উপায়ে অবশ্য পাঁচ ছয় শত কোটি টাকা সংগ্রহ হইতে পারিবে, যদ্বারা প্যালিষ্টাইনের জন্য ইউরোপীয় দেশ সমূহের বিরোধিতা সত্ত্বেও অপরাপর দেশ হইতে অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করা যাইতে পারিবে। এক টাকার পরিবর্তে দুই টাকা দুই টাকার পরিবর্তে তিন টাকা, তিন টাকার পরিবর্তে চারি টাকা চারি টাকার

পরিবর্তে পাঁচ টাকা ব্যয় করিলে, নিশ্চয় কোন না কোন স্থান হইতে জিনিষ পাওয়া যাইবে। ইউরোপীয়দের সততার মূল্য নিশ্চয় আছে এবং সেইজন্য অধিক মূল্য দেওয়া হইতে পারে। তাহাদিগকেও অবশ্য খরিদ করা যাইতে পারে; কিন্তু তাহার জন্য চড়া ডাক দিতে হইবে। কিন্তু চড়া ডাক দিবার জন্য পকেট ভর্ত্তি থাকা দরকার। অতএব আমি মুসলমানদিগকে অবহিত করিতেছি, তাঁহারা সঙ্কটপূর্ণ সময়কে অনুধাবন করুন এবং স্মরণ রাখুন যে, আজ রসুল করীম (সাঃ) এর এই বাণী الكفر ملة واحدة অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। ইহুদি, ইসায়ী এবং জড়বাদীগণ একতাবদ্ধ হইয়া ইসলামের শওকতকে নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে। প্রথমতঃ ইউরোপীয় শক্তিসমূহ পৃথক পৃথক ভাবে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করিত। এখন সমস্ত শক্তি একতাবদ্ধ হইয়া সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করিতেছে। আইস আমরাও সকলে মিলিত-ভাবে প্রতিরোধ করি। কারণ এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে কোন মতভেদ নাই। যে বিষয়ে কোন মতভেদ নাই, তন্মধ্যে কোন মতানৈক্য আনয়ন করা নেহায়েত বোকামী এবং মূর্খতার লক্ষণ।

(৬) আজ দুশমন যেমন ইসলামের মূলদেশে কুঠার হানিয়াছে, যখন মুসলমানদের পবিত্রস্থান সমূহ সত্যিকারভাবে বিপদগ্রস্থ, তখনও কি সময় হয় নাই যে, পাকিস্তানী, আফগানী, ইরানী, মালয়ী, ইন্দোনেশীয়, আফ্রিকাবাসী, বারবারী, তুর্কী সকলে একত্রিত হইয়া যাই এবং আরবদের সহিত মিলিত হইয়া শত্রুগণের সেই আক্রমণকে প্রতিরোধ করি, যাহা ইসলামের শক্তিকে চূর্ণ করিতে এবং ইসলামকে লাঞ্ছিত করিতে চাহিতেছে।

(৭) ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, কোরআন ও হাদিস দৃষ্টে বুঝা যায় যে, ইহুদিগণ আর একবার প্যালিষ্টাইনে আবাদ হইবে, কিন্তু ইহা তো বলা হয় নাই যে, তাহারা চিরস্থায়ীভাবে প্যালিষ্টাইনে আবাদ হইবে। প্যালিষ্টাইনে চিরস্থায়ীভাবে রাজত্ব করিবেন عباد الله الصالحون অর্থাৎ আল্লাহর সালেহ বান্দাগণ' বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে।

অতএব আমরা যদি তাকওয়ার সহিত কাজ করি তবে আল্লাহ্‌তায়ালার প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী এভাবে পূর্ণ হইতে পারে যে, ইহুদিগণ সেখানে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে; কিন্তু আমরা যদি তাকওয়ার সহিত কাজ না করি তাহা হইলে ঐ ভবিষ্যদ্বাণী দীর্ঘকাল যাবত বলবৎ থাকিতে পারে। ইসলামের জন্য উহা এক ভীষণ আঘাতের কারণ হইবে। সুতরাং আমাদের উচিত যে, আমাদের আমল দ্বারা, আমাদের কোরবানী দ্বারা, নিজেদের মধ্যে একতার দ্বারা এবং দোওয়া ও বিলাপ দ্বারা ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর স্থিতিকাল সংকীর্ণ হইতে সংকীর্ণতর করিয়া এবং প্যালিষ্টাইনের উপর মোহাম্মাদ রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর রাজত্বকে নিকট হইতে নিকটতর করি এবং আমি মনে করি যে, আমরা যদি এইরূপ করি, তবে ইসলামের বিরুদ্ধে যে স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তাহা বিপরীত মুখী হইয়া পড়িবে এবং ঈসায়ী মতবাদ দুর্বলতা ও অধঃপতনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবে এবং মুসলমানগণ আর একবার উচ্চ সম্মান ও মর্যাদার দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে। সম্ভবত এই কোরবাণী মুসলমানদের হৃদয়কে পরিষ্কার করিয়া, তাহাদের মনকে ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া দিবে। তাহাদের হৃদয় হইতে দুনিয়ার ভালবাসা বিদুরিত হইয়া খোদা ও তাঁহার রসুল (সাঃ)-এর এবং তাঁহার দীনের প্রতি সম্মান ও ইজ্জত প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত হইয়া যাইবে। তাহাদের ধর্মহীনতা ধর্মে বেঈমানি ঈমানে, তাহাদের অলসতা তৎপরতায় এবং বদআমলী অবিরাম চেষ্টায় রূপান্তরিত হইয়া যাইবে।

(الكفر ملة واحدة প্রবন্ধ হইতে সংকলিত আল-ফজল=২১—৫—৪৮ইং প্রকাশিত)

অনুবাদক—চৌধুরী শাহাবুদ্দীন আহমদ

★

পূর্ণ চন্দ্র রূপ হযরত ইমাম মাহদী আঃ

মোহাম্মদ আবুল কাসেম

আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত ইমাম মাহদীকে (আঃ) রূপকভাবে সূর্য্যের অনুগামী পূর্ণচন্দ্র রূপে অভিহিত করিয়াছেন। চন্দ্রের যেমন নিজস্ব কোন জ্যোতি বা আলো নাই ; তেমনি হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এবং নিজস্ব কোন শিক্ষা বা সতন্ত্র কোন শরীয়ত নাই। সূর্য্যের তেজময় উত্তাপপূর্ণ প্রখর রশ্মি চন্দ্রের বক্ষে প্রতিফলিত হইয়া রাতের আঁধারে যেমন উত্তাপবিহীন মাধুর্য্যপূর্ণ প্রশান্ত কিরণ প্রভা বিস্তার করিয়া থাকে ; তেমনি নবুয়তে মহাম্মদীয়ার প্রতাপশালী জালালী জ্যোতির উজ্জল নূরের প্রভা হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আত্মাতে পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হইয়া উত্তাপ বিহীন আলোর ন্যায় প্রেমপূর্ণ ও মাধুর্য্য মিশ্রিত জামালী রংঙে আখেরী জমানার গভীর আধ্যাত্মিক রজনীতে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় স্নিগ্ধ আলোর প্রভা প্রদান করিতে থাকিবে। পূর্ণিমা লগনে চন্দ্র পূর্ণভাবে সূর্য্যের আলো গ্রহন করিয়া যেমন দুনিয়াতে অমানিশার আঁধারের টানের মরা কটালের প্রভাব কাটাইয়া নিয়া জ্যোতির দিকে প্রবল আকর্ষনে পূর্ণ ভরা কটালের সৃষ্টি করিয়া থাকে ; হযরত ইমাম মাহদীর মাধ্যমে আখেরী জমানায় মরা কটালের অনুরূপ অধর্মের টান কাটাইয়া আধ্যাত্মিকভাবে ধর্মের সুমহান জ্যোতির দিকে পূর্ণ ভরা কটালের টানের অনুরূপ অবস্থা দেখা দিবে।

দুনিয়াতে চন্দ্রের যেমন দ্বিতীয় কোন মেছাল নাই ; আধ্যাত্মিক জগতে হযরত নূর নবীর (দঃ) পরে তাঁহার অনুগামী উম্মতের মধ্যে হযরত ইমাম মাহদীর (আঃ) সমকক্ষ ও তুল্য মর্য্যাদাসম্পন্ন অপর কেহ নাই। সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদে (দঃ)-এর পূর্ণ অনুগমনে আত্মিক উন্নতির সুউচ্চ স্তরে উপনীত ; তিনিই রসুললুল্লা (দঃ)-এর উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ট মর্য্যাদার অধিকারী ব্যক্তি। রসুললুল্লা (দঃ)-এর উম্মতের শ্রেষ্টত্বের নিদর্শন স্বরূপ তিনি ঐশী ইচ্ছায় আধ্যাত্মিকভাবে হযরত রসুললুল্লার আত্মিক শক্তি, তেজ ও মর্য্যাদার অধিকারী হইবেন এবং বিশ্বব্যাপি ইসলাম প্রচার ও শান্তি স্থাপনের গৌরবের অধিকারী হইবেন। রসুল-লুল্লার উম্মতি নবী হিসাবে আল্লাহ্‌র দরবারে তাঁহার মর্যাদা হযরত নবী করিম (দঃ) ব্যতিরেকে পূর্ববর্ত্তী নবীগণ হইতে অনেক উচ্চে। কারণ তিনি বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর আত্মিক গুন রাজির বিকাশ স্থল এবং তাঁহা দ্বারা বিশ্বময় তৌহিদ এবং ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্টা লাভ করিবে।

চন্দ্র নিয়া গবেষণার ফলে চন্দ্রের যতই অজ্ঞাত তথ্য জ্ঞাত হওয়া যাইবে, আধ্যাত্মিকভাবে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর যোগ্যতা ও মর্য্যাদা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভের রাস্তা অধিকতর প্রসস্তভাবে উম্মুক্ত হইয়া যাইবে। তাঁহাকে জ্ঞাত হওয়ার জন্য হৃদয়ের প্রবিত্রতা, গভীর প্রেম, অক্লান্ত সাধনা সদ ইচ্ছা এবং যথেষ্ট পুন্যের প্রয়োজন রহিয়াছে। সদ ইচ্ছার সহিত যাহারা তাঁহার অনুসরণ করিবে তাহারা ঐশী জ্যোতির বিকাশ অবলোকন করিয়া বিমোহিত হইয়া যাইবে। হীন উদ্দেশ্য নিয়া যাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে বিরোধিতা ও হিংস্রতা সাধনের চেষ্টা করিবে ঐশী ইচ্ছায় তাহাদের যাবতীয় চেষ্টা শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হইয়া যাইবে। যাহারা তাঁহার অসম্মানের চেষ্টা করিবে তাহারা হীন অবস্থায় পতিত হইয়া আল্লাহ্‌র দরবারে অসম্মানের ভাগী হইবে। অপরদিকে তাঁহার মর্য্যাদা ও সম্মানের প্রতি যত্নবান ব্যক্তিগণ সর্বত্র সম্মান ও বিজয় গৌরব ও সৌভাগ্যের অধিকারী হইবে। আল্লাহ্‌ এবং রসুলের প্রেম ও প্রশংসা প্রতিষ্ঠার পথে যাহারা তাঁহার সঙ্গে আন্তরিকতার সহিত চেষ্টা, যত্ন

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

ওগো বিশ্ব নবী

—মোঃ আখতারুজ্জমান

ওগো বিশ্ব নবী—
অন্তর তব ব্যথিত আজিকে হেরি উম্মতি' ছবি।
বিশ্ব নবীর উম্মৎ আজি আমরা মুসলমান
দুর্বিপাকের কবলে পড়িয়া হয়ে গেছি হয়রান !
কোথা' সেই তেজ-বীর্য কোথায় সে বাহু বল ?
বিশ্বের মাঝে উম্মৎ তোমার কেন এত দুর্বল ?
ইসলাম কিগো এমনি নীরব ছিল কভু কোন দিন ?
আলোকে তাহার কাটে নাই কি গো বিশ্বের দুর্দিন ?
শান্তির বাণী কে ছড়াবে আজি অশান্ত এই ভবে,
পূর্ব ঈমান উম্মৎ তোমার ফিরে পাবে আর কবে ?
পুত বাইতুল মোকাদ্দাস সে আজি বিজাতির হাতে !
ভালাইর কোনো ইঙ্গিত কিগো নিহিত রয়েছে তাতে ?
প্রীতি ভালবাসা কেন গো দেখিনা আজি এ ধরার বুকে ?
সার্থের পানে ছুটিছে সবাই বিশ্ব মরিছে শু'কে !
বিদায় হজ্বেতে বলেছিলে তুমি, প্রচারিতে তব বাণী
কে আছে আজি মানুষের লাগি করিতে এ কোরবানী ?
দোয়া করো ওগো রসুল শ্রেষ্ঠ শক্তি যেন গো পাই
তব প্রিয় বাণী এ জীবন ভর প্রচারিয়া যেন যাই ॥

(পূর্ণ চন্দ্র রূপের অবশিষ্ট)

ও বিভিন্নভাবে সহযোগীতা করিবে আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে তাঁহাদের জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক ভাণ্ডার সমূহ পুণ্য প্রাচুর্য্য সম্ভারে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মিশনকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবার হীন উদ্দেশ্যে যাহারা সংগ্রামে লিপ্ত হইবে তাহারা আল্লাহ্‌র কাহ্‌হারী সিফতের মোকাবেলায় ঐশী অস্ত্রের আঘাতে অতি হীনভাবে পরাজিত এবং অপমানিত অবস্থায় নিধন প্রাপ্ত হইবে। আখেরী জমানায় অশান্তির কবলে নিপতিত মানব জাতির জন্য তিনি আল্লাহ্‌র তরফ হইতে মনোনিত অপরাজেয়। অভেদ্য ও নিরাপদ আশ্রয় ও দূর্গ স্বরূপ। তিনি আল্লাহ্‌র প্রেমাকাঙ্খী শান্তিকামী মানব মণ্ডলীর রক্ষা কবজ। তাহা দ্বারা অধর্মের বিনাশ এবং ধর্ম (ইসলাম) প্রতিষ্ঠিত হইবে।

প্রতিজ্ঞা রক্ষা

প্রিয় ভাই বোনেরা আজ তোমাদের রসুল করীম (সাঃ)-এর প্রতিজ্ঞা রক্ষার সম্বন্ধে কিছু বলব।

ইসলাম প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার সম্বন্ধে জোর তাগিদ দিয়েছে। ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই যে, হুদাই-বিয়ার যুদ্ধের পর কাফেরদের সাথে যখন সন্ধিপত্র লেখা হচ্ছিল যে, মক্কার যেকোন ব্যক্তি মুসলমান হয়ে মদিনায় চলে গেলে তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে এবং যদি কোন ব্যক্তি মদিনা হতে মক্কায় যায় তাকে ফেরিয়ে দেওয়া হবে না। সেই সময়ে কাফেরদের দিক হতে সন্ধিপত্র লিখক সোহেবার ছেলে আবু জানদেস যাকে দড়ি দ্বারা বেঁধে রেখেছিল, পিতার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে সুলাহ্ হুদায়বিয়ার স্থানে পোঁছলেন এবং রসুল করীম (সাঃ)-এর খেদমতে হাজির হয়ে বল্লেন, হে আল্লাহ্র রসুল! আমার দুরঅবস্থা, আমার অবস্থা হতেই বুঝতে পারছেন আমার পিতা, আমার মুসলমান হওয়ার দরুন আমাকে সর্ব প্রকার দুঃখ-কষ্ট দিয়াছেন। যদি এখন আমাকে ফেরত পাঠিয়ে দেন তবে আমার পিতা আমার উপর আরও জুলুম করবেন। এইজন্য আমাকে ফেরত পাঠাবেন না। আবু জানদেসের এই অবস্থা দেখে অনেক সাহাবা (রঃ) রসুল করীম (সাঃ)-কে বল্লেন, হে আল্লার রসুল! আবু জানদেসকে ফেরত পাঠাবেন না। রসুল করীম (সাঃ) বল্লেন, খোদাতায়ালার রসুল প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন না বরং প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে জানে। অতঃপর তিনি আবু জান্দেলকে ফেরত পাঠিয়ে দেন।

সুলাহ্ হুদাইবিয়ার পর যখন তিঁনি মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করলেন তখন একজন ব্যক্তি গোপনে মদিনা চলে আসে কিন্তু রসুল করীম (সাঃ) প্রতিজ্ঞানুসারে তাকেও মক্কাবাসীদের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দেন।

রসুল করীম (সাঃ)-এর নবুওতের দাবীর পূর্বে "হল্‌ফুল ফযুল" নামে এক সমিতি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তিঁনিও এই সমিতির একজন মেম্বার ছিলেন। এই সমিতির কাজ ছিল যে, অত্যাচারিদের সাহায্য করা, তাদের হক, অত্যাচারীর কাছ হতে যে ভাবেই হউক

আদায় করে দেওয়া যদি তারা আদায় করে দিতে অক্ষম হয় তা'হলে নিজেরা তাহার হক্‌ আদায় করবে। যখন রসুল করীম (সাঃ) নবুততের দাবী করলেন তখন সারা আরব তার শত্রু হয়ে দাড়াল। সেই সময়ের কথা এক ব্যক্তি আবু জেহেলের কাছ হতে কিছু টাকা পেত। সেই ব্যক্তি রসুল করীম (সাঃ)-এর কাছে আস্‌ল এবং বল্ল, যখন আপনি হলফুল ফযুলের মেম্বার ছিলেন তখন আপনিও অন্যদের মত এ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, আমি অত্যাচারিত ব্যক্তিদের সাহায্য করব। অতএব আমি আবু জেহেলের কাছ হতে কিছু টাকা পাব। আমার সাথে চলুন ও আমার টাকা তার কাছ হতে নিয়ে দিন এবং আপনার কৃত প্রতিজ্ঞা পুরণ করুন। সেইব্যক্তি মনে করেছিল যে, আবু জেহেল তাহার প্রানের শত্রু এই জন্য সে তাঁহার কথা অমান্য করবে। ইহাতে তিনি নিজের কাছ হতে টাকা দিতে বাধ্য হইবেন অথবা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবেন। কিন্তু সেই মহা ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী রহমতুল্লিল আ'লামীন তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জন্য তাকে নিয়ে আবু জেহেলের বাড়ীতে গেলেন। অথচ সেই সময়ে তাঁর যাওয়া বিপদ হতে খালি ছিল না। কিন্তু তিনি বিপদের দিকে কোন ভ্রুক্ষেপ করলেন না। তিনি আবু জেহেলের কাছে গেলেন এবং তাকে বল্লেন, 'এই ব্যক্তি কি তোমার কাছ হতে টাকা পায়?" যদি টাকা পায় তবে তার পাওনা টাকা পরিশোধ করে দাও। আবু জেহেল ভিতরে গেল এবং টাকা এনে দিয়ে দিল। যখন মক্কার কাফেরদের কানে আবু জেহেলের এ কথা গেল তখন তারা বলতে শুরু করল যে, আবু জেহেল আমাদের মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর কথা শুনতে মানা করে কিন্তু সে'ত তাঁর ভয়ে টাকা দিয়ে দিল? যখন আবু জেহেলের কাছে এ কথা পৌঁছল তখন সে বল্ল, আল্লার কসম্‌, যদি তোমরা আমার জায়গায় হতে তবে তোমরাও অনুরূপ করতে বাধ্য হতে। যখন মোহাম্মদ (সাঃ) আমাকে টাকা দিতে বল্লেন আমি তখন তাঁর বাঁদিকে ও ডান দিকে দুটি উম্মাদ উট দেখতে পাই। মনে হচ্ছিল যদি আমি টাকা না দেই তবে এই উটগুলি আমাকে খেয়ে ফেলবে। এই ভয়ে আমি টাকা দিয়ে দিয়েছি। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর জীবনে এই রকম অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। তার মধ্যে দুটাই দৃষ্টান্ত বলা হল।

আমার প্রিয় ভাইবোনেরা, আমাদের কর্ত্তব্য যে আমাদের মধ্য হতে যে কেউ কারও সাথে, যে কোন প্রতিজ্ঞা করবে সর্বদা এই চেষ্টাই করবে যেন আমরা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারি। সর্বশেষে এই দোওয়া করে শেষ করছি আল্লাহ্‌তায়ালা যেন আমাদের সৎকাজ করার তৌফিক দান করেন। (আমীন)।

"ভাইজান"

★

॥ প্রশ্নোত্তর বিভাগ ॥

এবারের প্রশ্ন

১। রসুল করীম (সাঃ)-এর চারজন বিবির নাম লিখ।

২। রসুল করীম (সাঃ)-এর কত জন পুত্র ছিল? তাঁদের নাম লিখ।

৩। রসুল করীম (সাঃ)-এর কতজন কন্যা ছিল? তাঁদের নাম লিখ।

৪। রসুল করীম (সাঃ)-এর পাঁচ জন সাহাবীর নাম লিখ।

৫। যে সমস্ত যুদ্ধে রসুল করীম (সাঃ) সামিল হয়েছিলেন উহাদের মধ্যে চারটির নাম লিখ।

॥ গেল বারের উত্তর ॥

১। হযরত আবু বকর (রঃ)।

২। হযরত যায়েদ (রঃ)।

৩। হযরত আলী (রঃ)।

৪। সত্তর গুহায়।

৫। হযরত আবু বকর (রঃ)।

নিয়মাবলী

(ক) পত্রিকা প্রাপ্তির ৮ দিনের মধ্যে উত্তরগুলো আহ্‌মদী কার্যালয়ে পৌঁছাতে হবে।

(খ) উত্তর প্রদান কারীর নাম, বয়স ও পূর্ণ ঠিকানা অবশ্য দিতে হবে।

(গ) উত্তর প্রদান কারীর বয়স যেন ১৫ বৎসরের উর্ধে না হয়।

(ঘ) নিম্নলিখিত ঠিকানায় উত্তর পাঠাতে হবে।

"ভাইজান"
আহ্‌মদী কার্যালয়
৪, বক্সী বাজার রোড, ঢাকা—১

॥ যারা ঠিক উত্তর দিয়েছে ॥

ময়মসিংহ হতে ঃ—মমতাজ বেগম, এনামুল হাকিম, শাহীনা হাকিম, হাকিম পারভীন, আসাদ উল্লাহ্‌, আসেক উল্লাহ্‌।

রংপুর হতে ঃ—মোহাব্বত হোসেন।

দিনাজপুর হতে ঃ—তাহমুদা বেগম, নাসরুল্লাহ্‌, বেবী, মেহদী।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া হতে ঃ—মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, বিলকিস বেগম, জসিম আহ্‌ম্মদ, আমজাদ হোসেন, রাবেয়া অখ্‌তার, মোনোয়ার আহ্‌মদ, মুহসেনা, রাজিয়া বেগম, শাহানারা বেগম, হাঁসিনা বেগম হারুনুর রশিদ, আয়েশা খানম, তৌফিক আহ্‌মদ,

॥ যাদের একটা ভুল হয়েছে ॥

ঢাকা হতে ঃ—মাহ্‌মুদা খাতুন, মরিয়ম।

সুন্দরবন হতে ঃ—ওয়াসিকুর রহমান, মমতাজ খানম।

চট্টগ্রাম হতে ঃ—শাহীদাতুল জান্নাত, বসিরুল হাসান, মুঈনুদ্দীন আহ্‌মদ।

আশুলিয়া হতে ঃ—আয়েশা খানম, রবিয়া খাতুন।

নোখালী হতে ঃ—বসির উদ্দিন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ, তাহেরা বেগম।

রেকাবী বাজার (ঢাকা) হতে ঃ—মনওয়ার, সায়েমা, রুকসানা, দিলরুবা, মাহতাব।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া হতে ঃ—বশিরুরহমান, ওয়াহিদুর রহমান, অনিসুর রহমান।

★

সংবাদ

হযরত সাহেবের স্বাস্থ্য

রাবওয়াহ হইতে প্রাপ্ত খবরে জানা গিয়াছে যে, হযরত আকদাস আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)-এর স্বাস্থ্য আল্লাহতায়ালার ফজলে ভাল রহিয়াছে। হুজুর কয়েকদিন রাবওয়ার বাহিরে ছিলেন। বন্ধুগণ হযরত সাহেবের স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং দীর্ঘায়ুর জন্য দোওয়া জারী রাখিবেন।

আবদুর রহমান সাহেবের ঢাকা আগমন

আমেরিকায় কার্যরত বিশিষ্ট পূর্ব পাকিস্তানী মুসলীম মিশনারী ইনচার্জ জনাব আবদুর রহমান খাঁ বাংগালী ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে লাহোর হইতে বিমানযোগে ঢাকা আগমন করেন। জনাব খান সাহেব কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমার পুনাটের অধিবাসী দীর্ঘ ৩০ বৎসরেরও অধিক সময়ের পরে তিনি স্বগ্রামে নিজ আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের সহিত সাক্ষাতের জন্য পূর্ব পাকিস্তান আগমন করিয়াছেন। জনাব আবদুর রহমান খাঁ ছাত্র জীবনেই ইসলামের সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে আইন পরীক্ষা পাশের পর তিনি ইসলাম প্রচারের কাজে যোগদান করেন। অতঃপর আহ্‌মদীয়া জমাতের পক্ষ হইতে তাঁহাকে আমেরিকার মিশনারী নিযুক্ত করা হয়। জনাব খান সাহেব পশ্চিম পাকিস্তানের রাবওয়া হইতে প্রকাশিত 'রিভিউ অব রিলিজিয়নস" পত্রিকার সম্পাদক হিসাবেও দীর্ঘ দিন কাজ করেন।

শোক সংবাদ

পাকিস্তানের বীর সন্তান এবং বিখ্যাত নায়ক

লেঃ জেনারেল মালিক আখতার হোসেন এবং তাঁহার সহধর্মিনীর নশ্বরদেহ পূর্ণ সামরিক মর্যাদার সহিত রাবওয়াতে সমাধিস্থ করা হইয়াছে। উচ্চ সামরিক ও বেসামরিক অফিসারদের যোগদান, ন্যূনকল্পে কুড়ি সহস্র লোক জানাজা নামাজ পড়িয়াছেন।

রাবওয়াহ ২৭শে আগষ্ট, গতকল্য তৃতীয় প্রহরে পাকিস্তানের বীর সন্তান এবং পাক-ভারত যুদ্ধের বিখ্যাত নায়ক জেনারেল মালিক আখতার হোসেন এবং তাঁহার মরহুমা বেগম সাহেবার দেহাবশেষ পূর্ণ সামরিক সম্মানের সহিত রাবওয়ার শাহিদান কবর-স্থানে সমাধিস্থ করা হইয়াছে। জানাজায় প্রায় কুড়ি হাজার লোক যোগদান করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে উচ্চ সামরিক ও বেসামরিক অফিসার এবং বহু গণ্য-মান্য ব্যক্তিগণ আগমন করিয়াছিলেন।

যেমন ইতিপূর্বে জানান হইয়াছিল, লেঃ জেনারেল মালিক আখতার হোসেন মরহুম এবং তাঁহার সহধর্মিনী মরহুমা সাঈদা বেগম সাহেবা গত ২২শে আগষ্ট বেলা দেড় ঘটিকার সময় তুরস্কের রাজধানি আনকারার পঞ্চাশ মাইল অদূরে (আজমীর আনকার-গামী) মটর গাড়ী ও ট্রাকের এক ভীষণ সংঘর্ষের শিকারে পরিণত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মৃত্যুদেহ সামরিক সম্মানের সহিত তুরস্কের বিমান বাহিনীর একটি বিমান যোগে ২৫শে আগষ্ট পাকিস্তানে প্রেরিত হয় তুরস্কের একটি সামরিক গার্ড উক্ত বিমান যোগে পাকিস্তানে আগমণ করে এবং ২৬শে আগষ্ট তারিখে সকালে করাচি আসিয়া পৌছে। অতঃপর বিমানযোগে বেলা ৯টার সময় তাঁহাদের শবাধার রাওয়ালপিণ্ডি আসিয়া পৌছে। বিমান বন্দরে স্থল বাহিনীর প্রধান, লেঃ জেঃ আবদুল হামিদ খাঁ প্রেসিডেন্টের সামরিক সেক্রেটারী, জল বাহিনীর প্রধান ভাইস এডমিরাল এম, এম, আহসান। বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার মার্শেল এ, রহীম এবং তুরস্কের প্রতিনিধি বিমান বন্দরে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের পক্ষ হইতে শবাধারে ফুলের চাদর দেওয়া হয় এবং তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। এই সময় পাকিস্তান ও তুরস্কের প্রতিনিধিগণ বক্তৃতা প্রসঙ্গে লেঃ জেঃ মালিক আখতার হোসেন মরহুম সাহেবের উচ্চ প্রশংসা করেন এবং তাঁহার অপূর্ব যোগ্যতা ও মহান কীর্ত্তি-কলাপের কথা উল্লেখ করেন।

চাকলালা বিমান বন্দর হইতে একটি বিশেষ হেলিকেপ্টার যোগে লাশ রাবওয়া লইয়া যাওয়া হয়। এক বিরাট জনতা জানাজার নামাজে উপস্থিত ছিলেন। যথাযোগ্য মর্য্যদার সহিত সন্ধা পাঁচটার সময় রাবওয়া শহিদান কবরস্থানে দেশের ও জাতীর যোগ্য সন্তানের নশ্বর দেহ সমাধিস্থ করা হয়।

আমাদের আন্তরীক দোওয়া এই যে আল্লাহ্-তায়ালা মরহুম এবং তাঁহার মরহুমা জীবনকাঙ্গিনীকে মাগ্‌ফেরাত দান করুন এবং তাঁহাদিগকে জান্নাতে উচ্চ স্থান দান করুন এবং তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনদের অন্তরে ধৈর্য্য-সহ্য দান করুন। আমীন!

(দৈনিক আলফজল হইতে)

চৌধুরী শাহাবউদ্দিন আহ্‌মদ

★

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

● The Holy Quran.		Rs. 20·00
● Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
● The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
● Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
● What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
● Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1·75
● The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
● The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
● Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
● The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
● The truth about the split	,,	Rs. 3·00
● The economic structure of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
● Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs. 1·75
● Islam and Communism	,,	Rs. 0·62
● Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
● The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
● ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
● Where did Jesus die ?	J. D. Shams (R)	Rs. 2·00
● ইসলামেই নবুয়্যাত :	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
● ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs. 0·50
● খাতামান নাবীঈন ঃ	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
● মোসলেহ্ মওউদ ঃ	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার মত পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান

জেনারেল সেক্রেটারী

আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works.
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635

Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.